বাংলাদেশ স্কাউটস এর মাসিক মুখপত্র

# অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৭, সংখ্যা ০৪, চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৯-১৪৩০, এপ্রিল ২০২৩

## ৮ এপ্রিল

# বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস

বাংলাদেশ স্কাউটস

SCOUT SHOP
BANGLADESH

# স্কাউটস শপ, বাংলাদেশ স্কাউটস

- বাংলাদেশ স্কাউটসের সদর দফতরের নিচতলায় স্কাউট শপের অবস্থান।
- স্কাউট শপে স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল পণ্য পাওয়া যায়।
- শপটি সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।
- সরাসরি শপে উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়।

## যোগাযোগ

০১৯২৬-৩৩৪০৭০
০১৭২৩-৪৮০১৮২
০১৭৩১-৬৭৬৬০৭

scoutshopbs@gmail.com
Scout Shop – Bangladesh Scouts
https://www.facebook.com/scoutshopbd

বি.দ্রঃ বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক তৈরিকৃত স্কাউটিং পণ্যসামগ্রি সর্বসত্ব সংরক্ষিত। এসব পণ্যের নকল করা, বিনা অনুমতিতে উৎপাদন কিংবা বাজারজাত করা আইনত দন্ডনীয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

# অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৭ ■ সংখ্যা ৪
চৈত্র, বৈষাখ ১৪২৯-৩০
এপ্রিল ২০২৩

**প্রধান উপদেষ্টা**
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

**সম্পাদক**
মো. আবদুল হক

**সম্পাদনা পরিষদ**
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মো. মহসিন
মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মো. জিয়াউল হুদা হিমেল

**নির্বাহী সম্পাদক**
রাসেল আহমেদ

**সহ-সম্পাদক**
জন্মজয় কুমার দাশ
মো. আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

**চিত্রশিল্পী**
মতুরাম চৌধুরী

**প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স**
রিপন মিয়া
ট্রিম কেয়ার

**প্রিন্টিং অ্যান্ড প্রেস**
সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

**বিনিময় মূল্য**
বিশ টাকা

**বাংলাদেশ স্কাউটস**
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-২২২২২২২২-৬
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১৫৩
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)

**ই-মেইল**
agradoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে

**ক্লিক করুন**
www.scouts.gov.bd
www.agradoot.com.bd

## সম্পাদকীয়

"স্কাউটিং করবো, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ব"-এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে ০৮ এপ্রিল ২০২৩ উদযাপিত হলো বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ।

স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে স্বাভাবিকভাবে বোঝায় প্রযুক্তিনির্ভর নির্মল ও স্বচ্ছ তথা নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ প্রক্রিয়া, যেখানে ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক পাবে অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ এক সুযোগ। সেই স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখাকে চার ভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার।

স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-এ শব্দগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব । বাংলাদেশ স্কাউটস সরকারের এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও পদক্ষেপ সমূহের লক্ষমাত্রায় পৌঁছতে বদ্ধ পরিকর । বাংলাদেশ স্কাউটস দিবসকে ঘিরে সংগঠনটি নানান কর্মসূচির আয়োজন ও তার সফল বাস্তবায়ন করেছে ।

বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস, নববর্ষ-১৪৩০, পবিত্র ইদুল ফিতর; সব মিলিয়ে মাসজুড়েই ছিল উৎসবের আমেজ । এইসকল উৎসবাদি উদযাপনের খবর, প্রাসঙ্গিক ফিচার, নিয়মিত সকল বিভাগহ দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয়েছে এবারের অগ্রদূত যা পাঠকদের সমৃদ্ধ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি ।

বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস, নববর্ষ-১৪৩০, পবিত্র ইদুল ফিতর; উপলক্ষ্যে অগ্রদূত পরিবারের পক্ষ থেকে সকল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউটার, অভিভাবক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন ।

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় | ০১ |
| সূচীপত্র | ০২ |
| প্রচ্ছদ রচনা : বাংলাদেশ স্কাউট দিবস ২০২৩ | ০৩ |
| বিশেষ প্রতিবেদন : স্বাগত ১৪৩০ বঙ্গাব্দ | ০৫ |
| বিশেষ প্রতিবেদন : স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা | ০৭ |
| ফিচার : "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ"-গানটির জন্মকথা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ | ০৯ |
| ফিচার : ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস | ১২ |
| সাম্প্রতিক বিশ্ব | ১৩ |
| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : ফোনের ক্যাশে ফাইল ডিলিট করবেন যেভাবে | ১৫ |
| স্বাস্থ্য কথা : ইনসুলিন আসলে কী? | ১৬ |
| ফটো গ্যালারী | ১৭-২৪ |
| খেলাধুলা : যেসব ইনডোর গেম শিশুদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটায় | ২৫ |
| কৌতুক : হাসতে নাকি জানে না কেউ | ২৭ |
| বাংলাদেশ স্কাউটস পরিসংখান | ২৮-৩০ |
| বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১৯৭২ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত পরিসংখ্যানের তথ্য: | ৩১ |
| গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শুভেচ্ছা বাণী | ৩২ |
| স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের তথ্য | ৩৩-৩৯ |
| ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উদযাপিত হয়েছে! | ৪০ |


## অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

*অগ্রদূত* আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

**– সম্পাদক, অগ্রদূত**

**লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agradoot@scouts.gov.bd**
**ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস, ৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।**

## স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও স্কাউট আইন

**স্কাউট প্রতিজ্ঞা**

**আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে**

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

**আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।**

**স্কাউট আইন**

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

## আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

# বাংলাদেশ স্কাউট দিবস ২০২৩

স্কাউটিং করবো, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো এই থিমকে নিয়ে আজ ৮ এপ্রিল দেশব্যাপী উদযাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস-২০২৩। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে দেশের স্কাউট ইউনিট, উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক স্কাউট ও জাতীয় সদর দফতর বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করে। দিনের শুরুতে জাতীয় স্কাউট ভবনে সকাল ৮ -৩০ ঘটিকায় স্কাউট ও স্কাউটারদের সাথে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ও স্কাউট পতাকা উত্তোলন করেন ড. মোঃ শাহ কামাল। এসময় স্কাউটরা গ্র্যান্ড ইয়েল ও প্রার্থনা সংগীত পরিবেশন করেন। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, কোষাধ্যক্ষ ড. মোঃ শাহ কামাল ও জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ, জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) বাংলাদেশ স্কাউটস। এসময় অতিথিবৃন্দ ফেস্টুন, পায়না ও বেলুন অবমুক্ত করে স্কাউট দিবসের সূচনা করেন।

সকাল ১০-০০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ডা. দীপু মনি এমপি , মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। অনুষ্ঠানে স্কাউট কার্যক্রমের উপর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন শেষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ ফসিউ-ল্লাহ, জাতীয় কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সনে প্রথম স্কাউট কাউন্সিলে যোগদান ও বাংলাদেশ স্কাউটস গঠনে সক্রিয় ভূমিকা এবং বিশেষ অবদান রাখার জন্য এই অনুষ্ঠানে চারজন স্কাউট-ারকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এসময় সম্মাননা ও ক্রেষ্ট গ্রহণ করেন ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, জনাব এ কে এম সামিউল হক ও আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর চৌধুরী। স্কাউট দিবস উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় এবং অতিথিবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জনাব মোঃ কামাল হোসেন, সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ, ড. মোঃ শাহ কামাল। এছাড়াও সম্মাননা গ্রহণ করে অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন, ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, জনাব এ কে এম সামিউল হক ও আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি স্কাউট দিবসে সকল স্কাউটকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, স্কাউটিং এর মূল কর্মকান্ড হচ্ছে শৈশব, কৈশোর

থেকে পরোপকারী মানুষ গড়ে তোলা। স্কাউটিং যুব সমাজকে সামাজিক ব্যাধী থেকে দূরে রাখে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি করে দল খোলার ও সকল শিক্ষার্থীকে স্কাউট প্রশিক্ষণের আওতায় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বর্তমান নতুন শিক্ষানীতি হচ্ছে দক্ষ ও মানবিক মানুষ গড়ে তোলা। আর স্কাউটিং রয়েছে নতুন শিক্ষা নীতির মর্মবাণী। তিনি ২০৪১ সনে উন্নত বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য স্কাউটিংকে সকল জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার আহবান জানান। একই সাথে সম্মাননা গ্রহণকারী স্কাউটারবৃন্দকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য শ্রদ্ধা জানান। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির জন্য স্কাউটদেরকে স্মার্ট নাগরিক হওয়ার আহবান জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান বলেন, সম্মাননা গ্রহণকারীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে স্বার্থক করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আগামীতে স্কাউট সংখ্যা দ্বিগুন হবে। যারা হবে আগামী ২০৪১ সনের স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির যোগ্য উত্তরসূরি এবং উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যোগ্য সন্তান। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও বির্তক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এই দিবস উপলক্ষে ইউনিট, জেলা, উপজেলা ও অঞ্চলের উদ্যোগে ডে ক্যাম্প, ডকুমেন্টরী প্রদর্শন, বেতার ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টক শো আয়োজন, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, আলোচনা সভার আয়োজন, স্কাউট ওন ও গুডটার্ণ ইত্যাদি দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

স্কাউটিং বিশ্বব্যাপী একটি স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। শিশু, কিশোর ও যুবদের শারিরীক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও বুদ্ধিভিত্তিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। শতবর্ষ পূর্বে ১৯০৭ সালে বৃটেনের ব্রাউন্সী দ্বীপে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটিং কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেছেন। বর্তমান বিশ্বের ১৭৩টি দেশের ৪৩ মিলিয়ন শিশু, কিশোর ও যুবরা স্কাউট প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল, পরোপকারী, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার মন্ত্রে উজ্জীবিত রয়েছে।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৮-৯ এপ্রিল দেশের স্কাউট নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এক সভায় মিলিত হয়ে গঠন করেন বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি। একই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১১১ নং অধ্যাদেশ বলে উক্ত সমিতি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে এবং নব উদ্যোমে স্বাধীন বাংলাদেশে স্কাউটিং এর অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস বিশ্ব স্কাউট সংস্থার ১০৫তম সদস্য। ১৯৭৮ সালের ১৮ জুন জাতীয় কাউন্সিলের পঞ্চম সভায় পুনরায় এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ স্কাউটস। বাংলাদেশ স্কাউটস শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সদস্য সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৩৪ হাজার। সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ স্কাউটস এর অবস্থান বিশ্বে ৪র্থ।

বাংলাদেশ স্কাউটস প্রতি বছর ৮ এপ্রিল কে বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০২২ সালে প্রথমবারের মত দেশে উদযাপিত হয় বাংলাদেশ স্কাউট দিবস। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের বর্তমান ও প্রাক্তন স্কাউট সদস্য, অভিভাবক, শুভানুধ্যায়ীগণ আজ দেশব্যাপী বর্ণাঢ্যভাবে দিবসটি উদযাপন করে।

# স্বাগত ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

শুভ নববর্ষ আজি, পয়লা বৈশাখ,
পুরাতন গ্লানি যত সব মুছে যাক।
আজি শুভ নববর্ষে পাখি গীত গায়,
অজয়ের জলে রবি কিরণ ছড়ায়।
...কবি লক্ষ্মণ ভান্ডারী

সময়ের বহমানতায় কালের অতল গহ্বরে হাড়িয়ে গেল ১৪২৯ বঙ্গাব্দ । বাংলা দিনপঞ্জির পাতায় যুক্ত হলো নতুন আরেকটি বছর ১৪৩০! বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখ ।

পয়লা বৈশাখ সকল সঙ্কীর্ণতা, কূপমন্ডূকতা পরিহার করে উদারনৈতিক জীবন-ব্যবস্থা গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। বাঙালির মনের ভেতরের সকল ক্লেদ, জীর্ণতা দূর করে আমাদের নতুন উদ্যমে বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়। বাঙালি, বিশ্বের বুকে এক গর্বিত জাতি, পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণে মধ্যে এই স্বজাত্যবোধ ও বাঙালিয়ানা নতুন করে প্রাণ পায়, উজ্জীবিত হয়।

পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সার্বজনীন লোকজ উৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদযাপিত হয় নববর্ষ। পহেলা বৈশাখে বর্ণিল উৎসবে মাতবে দেশ। ভোরের প্রথম আলো রাঙিয়ে দেবে নতুন স্বপ্ন, প্রত্যাশা আর সম্ভাবনাকে।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট মো. আবদুল হামিদ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণীতে দেশবাসীসহ বাঙালিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোজাম্মেল হক খান নববর্ষ উপলক্ষে দেশের সকল কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট, স্কাউটারদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । দিনটি ছিল সরকারি ছুটি ।

পহেলা বৈশাখ এলেই পরস্পরকে মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন, ব্যবসায়ীর অর্থ পরিশোধ করা, হালখাতা খোলার সেই চিরায়ত দৃশ্যগুলো ঘুরপাক খায়। বৈশাখ মানে গ্রামে ও শহরে মেলায় মানুষের ভিড়। বৈশাখী মেলার অন্যতম অনুষঙ্গ পুতুল নাচ, হাতি-ঘোড়ার সার্কাস, বায়স্কোপ। কোথাও আবার দেখা মেলে লাঠিখেলা, পালাগান, কীর্তনের আসর, নৌকা-বাইচ বা মাঠে কুস্তিখেলার দৃশ্য।

রাজধানীসহ সারাদেশ জুড়ে থাকবে বর্ষবরণের নানা আয়োজন। বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপনের

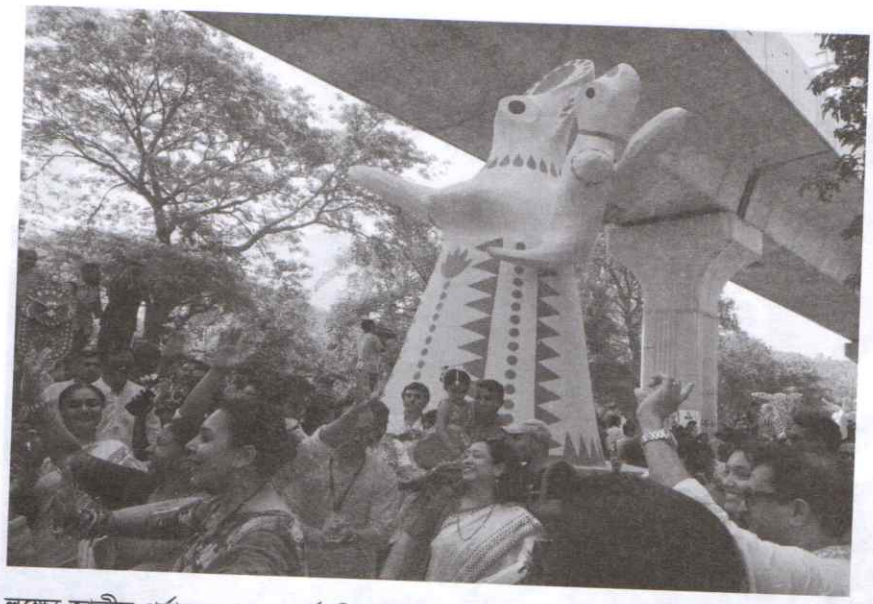

লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ "বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বাণী"- এই প্রতিপদ্যকে সামনে রেখে মঙ্গল শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। রমনা বটমূলে এ দিন ভোরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ছায়ানট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করবে। ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠন যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলা নববর্ষ উদযাপন করবে। বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠান আবশ্যিকভাবে জাতীয় সংগীত ও এসো হে বৈশাখ গান পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হবে। বাংলা নববর্ষের তাৎপর্য ও মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস এবং ইউনেস্কো কর্তৃক এটিকে বিশ্ব সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি তুলে ধরে এদিন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলা একাডেমির উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। বাংলা নববর্ষে সকল কারাগার, হাসপাতাল ও শিশু পরিবারে (এতিমখানা) উন্নতমানের ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবার ও ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে।

এক সময় নববর্ষ পালিত হতো আর্তব উৎসব বা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। তখন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কৃষির, কারণ কৃষিকাজ ছিল ঋতু নির্ভর। পরে কৃষিকাজ ও খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য মোঘল সম্রাট আকবরের সময়ে বাংলা সন গণনার শুরু হয়। হিজরি চান্দ্র সন ও বাংলা সৌর সনের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয় নতুন এই বাংলা সন। অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা।

মূলত ১৫৫৬ সালে কার্যকর হওয়া বাংলা সন প্রথমদিকে পরিচিত ছিল ফসলি সন নামে, পরে তা পরিচিত হয় বঙ্গাব্দ নামে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে বাংলা বর্ষের ইতিহাস জড়িয়ে থাকলেও এর সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসেরও সংযোগ ঘটেছে। পাকিস্তান শাসনামলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের। আর ষাটের দশকের শেষে তা বিশেষ মাত্রা পায় রমনা বটমূলে ছায়ানটের আয়োজনের মাধ্যমে। এ সময় ঢাকায় নাগরিক পর্যায়ে ছায়ানটের উদ্যোগে সীমিত আকারে বর্ষবরণ শুরু হয়। মহান স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই উৎসব নাগরিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। পয়লা বৈশাখের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

কালক্রমে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এখন শুধু আনন্দ-উল্লাসের উৎসব নয়, এটি বাঙালি সংস্কৃতির একটি শক্তিশালী ধারক-বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, উৎসবের পাশাপাশি স্বৈরাচার-অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এসেছে পহেলা বৈশাখের আয়োজনে। ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বের হয় প্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রা যা ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর ইউনেস্কো এ শোভাযাত্রাকে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মর্যাদা দেয়। শুভ নববর্ষ আজি, পয়লা বৈশাখ, পুরাতন গ্লানি যত সব মুছে যাক।
আজি শুভ নববর্ষে পাখি গীত গায়,
অজয়ের জলে রবি কিরণ ছড়ায়।

**প্রতিবেদক**
**জন্মজয় কুমার দাশ**
সহ সম্পাদক অগ্রদূত

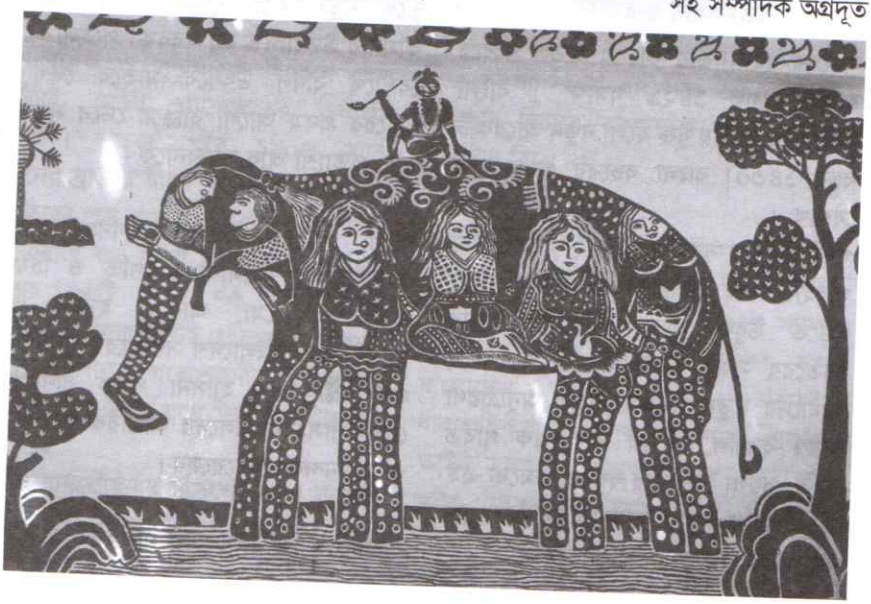

# স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা

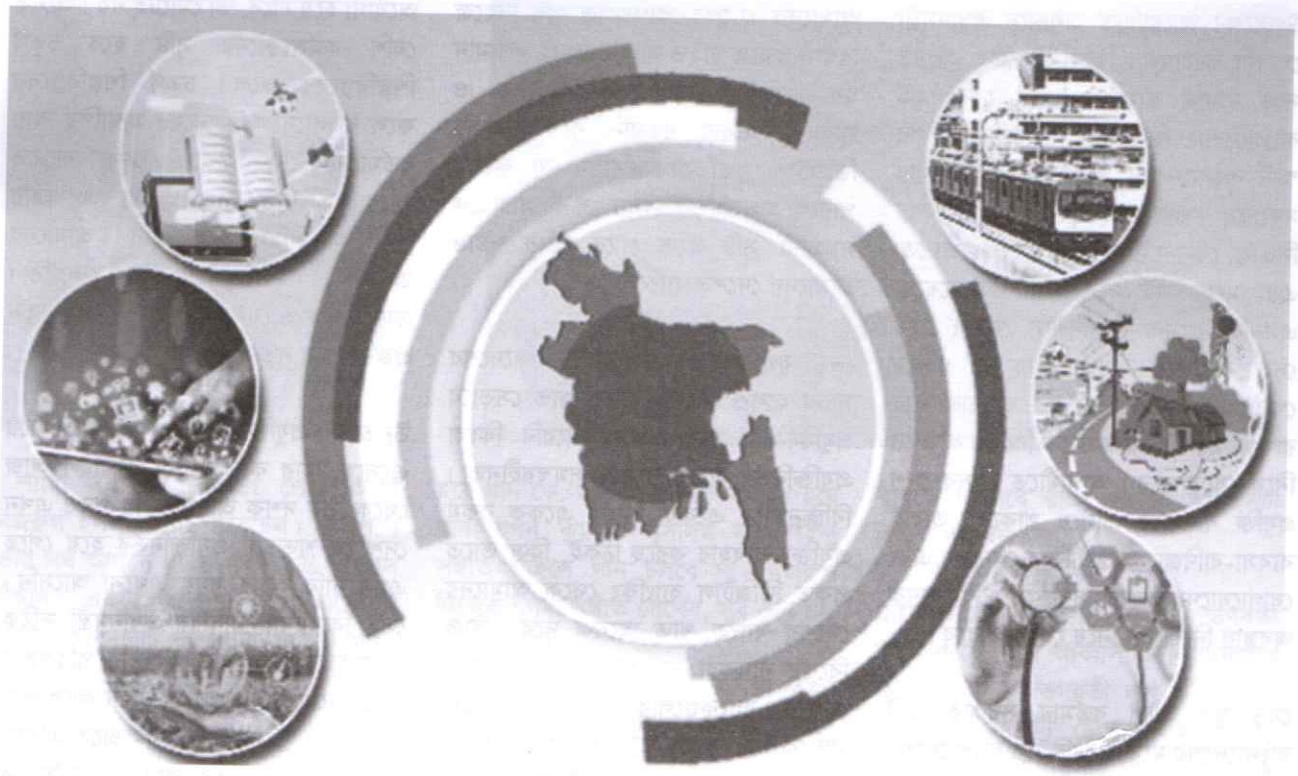



স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে স্বাভাবিকভাবে বোঝায় প্রযুক্তিনির্ভর নির্মল ও স্বচ্ছ তথা নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ প্রক্রিয়া, যেখানে ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক পাবে অধিকারের নিশ্চয়তা এবং কর্তব্য পালনের সুবর্ণ এক সুযোগ। সেই স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখাকে চার ভাগে ভাগ করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার।

স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি-এ শব্দগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই স্মার্ট বাংলাদেশ থিওরিকে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব, যার মূল সারমর্ম হলো-দেশের প্রত্যেক নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হবে, উইথ স্মার্ট ইকনোমি; অর্থাৎ, অর্থনীতির সব কার্যক্রম আমরা এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিচালনা করব। স্মার্ট গভর্নমেন্ট ইতোমধ্যে আমরা অনেকটা করে ফেলেছি। সেটিও করে ফেলব। আর আমাদের গোটা সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ সালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের (বিআইসি-সি) অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সর্বপ্রথম স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেন। তিনি বলেন, আমরা আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব এবং বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ। এ স্মার্ট শব্দটি দেশ ও শহরের ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবহার শুরু হয় ভারতে স্মার্ট সিটি প্রকল্প নামে।

এ বিবেচনায় ২০২১ থেকে ৪১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনাও প্রণয়ন শুরু হয়ে গেছে, অর্থাৎ ২১ থেকে ৪১ পর্যন্ত সময়ে কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে, তার একটা কাঠামো পরিকল্পনা বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই প্রণয়ন করে ফেলেছে, যা জনগণের জন্য অন্যতম আশীর্বাদ বয়ে আনবে। অন্যদিকে ২০৪১ সালেই শেষ নয়, ২১০০ সালেও এ বঙ্গীয় বদ্বীপ যেন জলবায়ুর অভিঘাত থেকে

রক্ষা পায়, দেশ উন্নত হয়, দেশের মানুষ যাতে সুন্দর, সুস্থ ও স্মার্টলি বাঁচতে পারে, সেজন্য ডেল্টা প্ল্যান করে দেওয়ার কথা বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

স্মার্ট বাংলাদেশ কী এবং কীভাবে তা অর্জিত হতে পারে, তা ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, ২০৪১ সাল নাগাদ আমাদের দেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা এ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত, কেননা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তো এরই মধ্যে স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশও স্মার্ট দেশে রূপান্তরের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাই দেশের উন্নতি ও অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে দেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে হবে। আগামীতে যেসব দেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে থাকবে, তারাই ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় নিজেদের নিয়ে যেতে পারবে।

দেড় যুগ আগে বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশের মতোই ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, যার শতভাগ সফলতা এখন দৃশ্যমান। বিগত করোনা মহামারির ক্ষয়ক্ষতি বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়েও সুন্দরভাবে সামাল দিতে পেরেছে, যার অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়ন।

ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে, দেশের সবকিছু উন্নত বিশ্বের মতো প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা, যাকে এক কথায় ডিজিটালাইজেশন বলা হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিনির্ভর ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি, একসময় আমাদের দেশের পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা অনেক দেশেই কম ছিল, সেই পাসপোর্ট যখন সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর মেশিন রিডেবল পাসপোর্টে (ই-পাসপোর্ট) রূপান্তর করা হলো, তখন এর গ্রহণযোগ্যতা অনেকগুণ বেড়ে গেল। ডিজিটাল বাংলাদেশের বদৌলতে সরকার দেশের সব নাগরিকের জন্য ন্যাশনাল আইডি (এনআইডি) চালু করেছে, যেহেতু এনআইডি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর একটি ডকুমেন্ট, তাই এর গ্রহণযোগ্যতা শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, দেশের বাইরেও অনেক বেশি। অথচ বিদেশিরা আগে আমাদের দেশের কাগজপত্র খুব সহজে বিশ্বাস করতে চাইত না। এখানেই দৃশ্যমান হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের গুরুত্ব ও সুবিধা। আবার বর্তমান যুগে সবকিছু ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর না করতে পারলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কী মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের ব্যাংক খাত।

দেড় যুগ আগে ডিজিটাল বাংলাদেশের সূচনা হলেও দেশের ব্যাংক খাত সেভাবে প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি কিংবা প্রযুক্তিনির্ভর হলেও রয়েছে সমন্বয়হীনতা। বিচ্ছিন্নভাবে একেক ব্যাংক একেক রকম প্রযুক্তির ব্যবহার করছে ঠিকই, কিন্তু তাতে প্রকৃত ডিজিটাল ব্যাংকিং থেকে আমাদের দেশের ব্যাংক খাত অনেক দূরে। আজ বিশ্বের নামকরা সব ব্যাংক যে আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করছে তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের ব্যাংকগুলোর পিছিয়ে থাকা।

ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক উন্নত হতে হবে এবং সেই উদ্যোগ সফল করতে স্মার্ট বাংলাদেশ এ মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী এক কর্মপরিকল্পনা। অনেকেই হয়তো বলার চেষ্টা করবেন, দেশকে প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ নামের স্লোগানের কী প্রয়োজন? প্রয়োজন অবশ্যই আছে। স্মার্ট বাংলাদেশ তো শুধু একটি স্লোগান নয়, আগামী দুই যুগ ধরে চলবে এমন এক বিশাল কর্মযজ্ঞের নাম স্মার্ট বাংলাদেশ। আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ।

চতুর্থ শিল্পবিপবের সুফল গ্রহণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে প্রয়োজন স্মার্ট সিটিজেন। সামান্য চোখ-কান খোলা রাখলেই ভবিষ্যতে যাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকবে, তারাই ভালো কাজ পাবে। যাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকবে না, তারা কাজ হারাবে। তবে সবাই যে কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে, তা মোটেই নয়। অনেক বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানের চেয়ে ৫-১০ গুণও বাড়তে পারে। ভবিষ্যতের এ অদম্য অগ্রযাত্রায় সবাইকে শামিল হতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার বিরাট অংশ তরুণ জনশক্তি। তাদের দক্ষ ও যোগ্য করতে পারলেই নতুন প্রজন্ম পাবে নতুন এক বাংলাদেশ।

উন্নত বিশ্ব প্রযুক্তি ব্যবহারে আজ যে পর্যায়ে এসেছে, তার কাজটা শুরু করেছিল আজ থেকে তিন দশক আগে। তার পরও এখন দেশ যে শতভাগ প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে গেছে এমন দাবি করার সময় এখনো আসেনি। সেই বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঠিক সময়েই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এখন প্রয়োজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ উদ্যোগকে সফলভাবে এগিয়ে নেওয়া । এ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের উচিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করা, যার মাধ্যমে শত সংগ্রাম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া স্বপ্নের এ সোনার বাংলা এগিয়ে যাবে বহুদূর ।

**লেখক: এনআই আহমেদ সৈকত**

সূত্র: ক. দৈনিক যুগান্তর
১৪ জানুয়ারি ২০২৩
খ. উইকিপিডিয়া

# "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ"-গানটির জন্মকথা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ

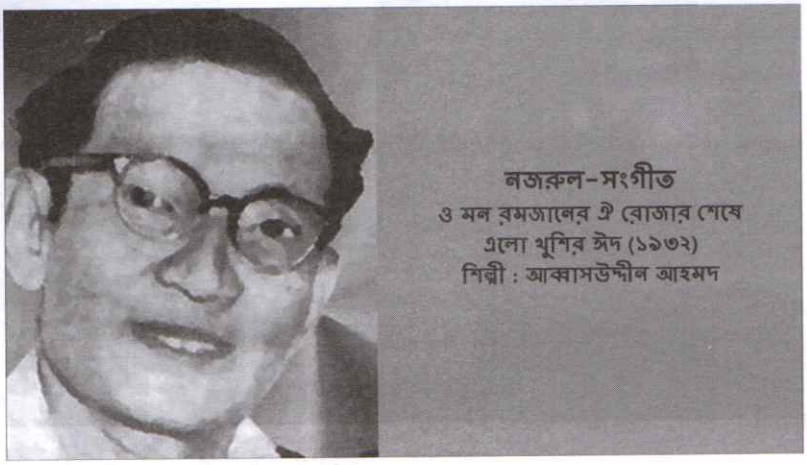

নজরুল-সংগীত
ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে
এলো খুশির ঈদ (১৯৩২)
শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

শ্যামা সঙ্গীতের রেকর্ডিং শেষে কাজী নজরুল ইসলাম বাড়ি ফিরছেন। যাত্রাপথে তাঁর পথ আগলে ধরেন সুর সম্রাট আব্বাস উদ্দীন। একটা আবদার নিয়ে এসেছেন তিনি। আবদারটি না শোনা পর্যন্ত নজরুলকে তিনি এগুতে দিবেন না।

আব্বাস উদ্দীন নজরুলকে সম্মান করেন, সমীহ করে চলেন। নজরুলকে তিনি কাজীদা বলে ডাকেন। নজরুল বললেন, "বলে ফেলো তোমার আবদার।"

আব্বাস উদ্দীন সুযোগটা পেয়ে গেলেন। বললেন, "কাজীদা, একটা কথা আপনাকে বলবো বলবো ভাবছি। দেখুন না, পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল এরা কী সুন্দর উর্দু কাওয়ালী গায়। শুনেছি এদের গান অসম্ভব রকমের বিক্রি হয়। বাংলায় ইসলামি গান তো তেমন নেই। বাংলায় ইসলামি গান গেলে হয় না? আপনি যদি ইসলামি গান লেখেন, তাহলে মুসলমানদের ঘরে ঘরে আপনার জয়গান হবে।"
বাজারে তখন ট্রেন্ড চলছিলো শ্যামা সঙ্গীতের। শ্যামা সঙ্গীত গেয়ে সবাই রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে। এই স্রোতে গা ভাসাতে গিয়ে অনেক মুসলিম শিল্পী হিন্দু নাম ধারণ করেন। মুনশী মোহাম্মদ কাসেম হয়ে যান কে. মল্লিক, তালাত মাহমুদ হয়ে যান তপন কুমার। মুসলিম নামে হিন্দু সঙ্গীত গাইলে গান চলবে না। নজরুল নিজেও শ্যামা সঙ্গীত লেখেন, সুর দেন।

গানের বাজারের যখন এই অবস্থা তখন আব্বাস উদ্দীনের এমন আবদারের জবাবে নজরুল কী উত্তর দেবেন? ইসলাম শব্দটার সাথে তো তাঁর কতো আবেগ মিশে আছে। ছোটবেলায় মক্তবে পড়েছেন, কুরআন শিখেছেন এমনকি তাঁর নিজের নামের সাথেও তো ইসলাম আছে।

আব্বাস উদ্দীনকে তো এই মুহূর্তে সরাসরি হ্যাঁ বলা যাচ্ছে না। স্রোতের বিপরীতে সুর মেলানো চট্টিখানি কথা না। আবেগে গা ভাসালে চলবে না। গান রেকর্ড করতে হলে তো বিনিয়োগ করতে হবে, সরঞ্জাম লাগবে। এগুলোর জন্য আবার ভগবতী বাবুর কাছে যেতে হবে। ভগবতী বাবু হলেন গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল-ইন-চার্জ।

নজরুল বললেন, "আগে দেখো ভগবতী বাবুকে রাজী করাতে পারো কিনা।" আব্বাস উদ্দীন ভাবলেন, এইতো, কাজীদার কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেলাম, ভগবতী বাবুকে কিভাবে রাজী করাতে হয় সেটা এখন দেখবেন।

গ্রামোফোনের রিহার্সেল-ইন-চার্জ ভগবতী বাবুর কাছে গিয়ে আব্বাস উদ্দীন অনুরোধ করলেন। কিন্তু, ভগবতী বাবু ঝুঁকি নিতে রাজী না। মার্কেট ট্রেন্ডের বাইরে গিয়ে বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় লালবাতি জ্বলতে পারে। আব্বাস উদ্দীনযতোই তাঁকে অনুরোধ করছেন, ততোই তিনি বেঁকে বসছেন। ঐদিকে আব্বাস উদ্দীনও নাছোড়বান্দা। এতো বড় সুরকার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভগবতী বাবুর পিছু ছাড়ছেন না। অনুরোধ করেই যাচ্ছেন। দীর্ঘ ছয়মাস চললো অনুরোধ প্রয়াস। এ যেন পাথরে ফুল ফুটানোর আপ্রাণ চেষ্টা!

একদিন ভগবতী বাবুকে ফুরফুরে মেজাজে দেখে আব্বাস উদ্দীন বললেন, "একবার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখুন না, যদি বিক্রি না হয় তাহলে আর নেবেন না। ক্ষতি কী?" ভগবতী বাবু আর কতো না বলবেন। এবার হেসে বললেন, "নেহাতই নাছোড়বান্দা আপনি। আচ্ছা যান, করা যাবে। গান নিয়ে আসুন।" আব্বাস উদ্দীনের খুশিতে চোখে পানি আসার উপক্রম! যাক, সবাই রাজী। এবার একটা গান নিয়ে আসতে হবে।

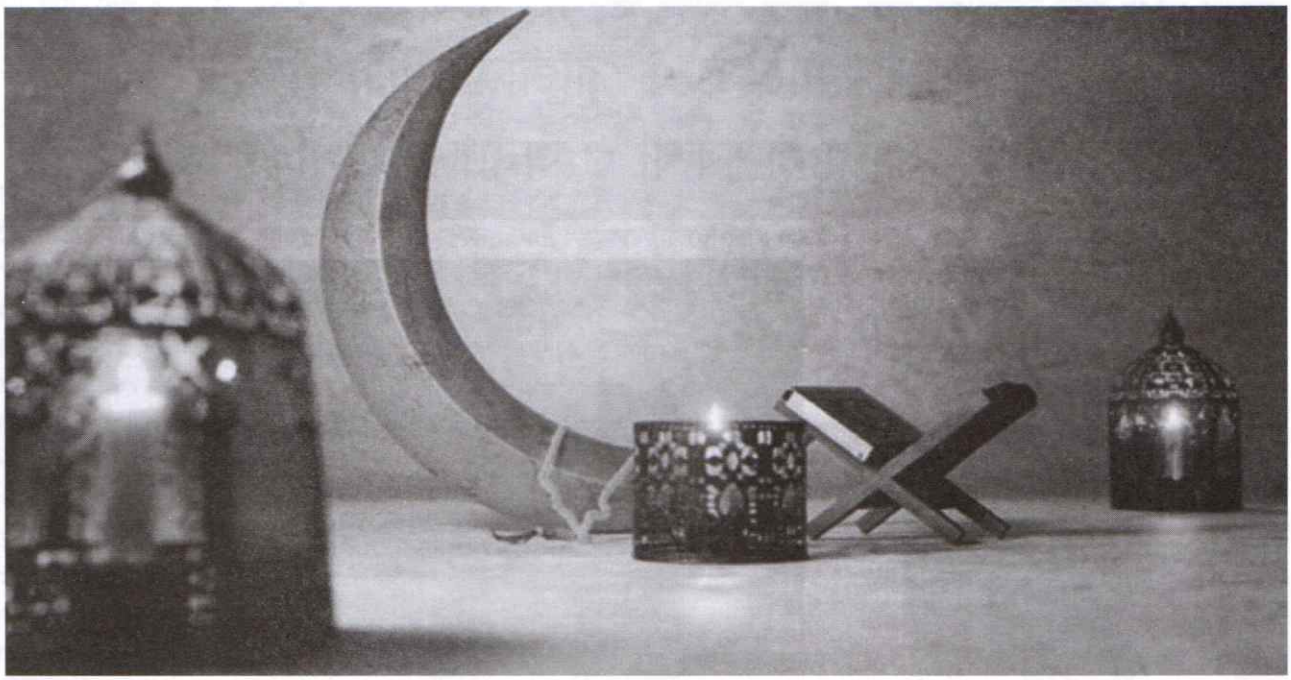

নজরুল চা আর পান পছন্দ করেন। এক ঠোঙা পান আর চা নিয়ে আব্বাস উদ্দীন নজরুলের রুমে গেলেন। পান মুখে নজরুল খাতা কলম হাতে নিয়ে একটা রুমে ঢুকে পড়লেন। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আব্বাস উদ্দীন খান অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের মতো সময় যেন থমকে আছে। সময় কাটানোর জন্য আব্বাস উদ্দীন পায়চারী করতে লাগলেন।

প্রায় আধ ঘন্টা কেটে গেলো। বন্ধ দরজা খুলে নজরুল বের হলেন। পানের পিক ফেলে আব্বাস উদ্দীনের হাতে একটা কাগজ দিলেন। এই কাগজ তাঁর আধ ঘন্টার সাধনা। আব্বাস উদ্দীনের ছয় মাসের পরিশ্রমের ফল।

আব্বাস উদ্দীন কাগজটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেনঃ-

"ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানী তাগিদ।"

আব্বাস উদ্দীনের চোখ পানিতে ছলছল করছে। একটা গানের জন্য কতো কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। সেই গানটি এখন তাঁর হাতের মুঠোয়। তিনি কি জানতেন, তাঁর হাতে বন্দী গানটি একদিন বাংলার ইথারে ইথারে পৌঁছে যাবে? ঈদের চাঁদ দেখার সাথে সাথে টিভিতে ভেজে উঠবে- ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে...?

...

দুই মাস পর রোজার ঈদ। গান লেখার চারদিনের মধ্যে গানের রেকর্ডিং শুরু হয়ে গেলো। আব্বাস উদ্দীন জীবনে এর আগে কখনো ইসলামি গান রেকর্ড করেননি। গানটি তাঁর মুখস্তও হয়নি এখনো। গানটা চলবে কিনা এই নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি শঙ্কায় আছে। তবে কাজী নজরুল
ইসলাম বেশ এক্সইটেড। কিভাবে সুর দিতে হবে দেখিয়ে দিলেন।

হারমোনিয়ামের উপর আব্বাস উদ্দীনের চোখ বরাবর কাগজটি ধরে রাখলেন কাজী নজরুল ইসলাম নিজেই। সুর সম্রাট আব্বাস উদ্দীনের বিখ্যাত কণ্ঠ থেকে বের হলো- "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ..."। ঈদের সময় গানের এ্যালবাম বাজারে আসবে। আপাতত সবাই ঈদের ছুটিতে।

রমজানের রোজার পর ঈদ এলো। আব্বাস উদ্দীন বাড়িতে ঈদ কাটালেন। কখন কলকাতায় যাবেন এই চিন্তায় তাঁর তর সইছে না। গানের কী অবস্থা তিনি জানেন না। তাড়াতাড়ি ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফিরলেন।

ঈদের ছুটির পর প্রথমবারের মতো অফিসে যাচ্ছেন। ট্রামে চড়ে অফিসের পথে যতো এগুচ্ছেন, বুকটা ততো ধ্বকধ্বক ধ্বকধ্বক করছে। অফিসে গিয়ে কী দেখবেন? গানটা ফ্লপ হয়েছে? গানটা যদি ফ্লপ হয় তাহলে তো আর জীবনেও ইসলামি গানের কথা ভগবতী বাবুকে বলতে পারবেন না। ভগবতী বাবু কেন, কোনো গ্রামোফোন কোম্পানি আর রিস্ক নিতে রাজী হবে না। সুযোগ একবারই আসে।

আব্বাস উদ্দীন যখন এই চিন্তায় মগ্ন, তখন পাশে বসা এক যুবক গুনগুনিয়ে গাওয়া শুরু করলো- ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ। এই যুবক গানটি কোথায় শুনলো? নাকি আব্বাস উদ্দীন ভুল শুনছেন?

না তো। তিনি আবারো শুনলেন যুবকটি ঐ

গানই গাচ্ছে। এবার তাঁর মনের মধ্যে এক শীতল বাতাস বয়ে গেলো। অফিস ফিরে বিকেলে যখন গড়ের মাঠে গেলেন তখন আরেকটা দৃশ্য দেখে এবার দ্বিগুণ অবাক হলেন। কয়েকটা ছেলে দলবেঁধে মাঠে বসে আছে। তারমধ্য থেকে একটা ছেলে গেয়ে উঠলো- ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ। আব্বাস উদ্দীন এতো আনন্দ একা সইতে পারলেন না। তাঁর সুখব্যথা হচ্ছে।

ছুটে চললেন নজরুলের কাছে। গিয়ে দেখলেন নজরুল দাবা খেলছেন। তিনি দাবা খেলা শুরু করলে দুনিয়া ভুলে যান। আশেপাশে কী হচ্ছে তার কোনো খেয়াল থাকে না। অথচ আজ আব্বাস উদ্দীনের গলার স্বর শুনার সাথে সাথে নজরুল দাবা খেলা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। নজরুল বললেন, "আব্বাস, তোমার গান কী যে হিট হয়েছে!"

১৯৩২ সালে গাওয়া আব্বাসউদ্দীন এর সেই রেকর্ড টি শুনতে পাবেন যেথায়ঃ
https://youtu.be/XoWqMS-dd8xU

অল্প কয়দিনের মধ্যেই গানটির হাজার হাজার রেকর্ড বিক্রি হয়। ভগবতী বাবুও দারুণ খুশি। একসময় তিনি ইসলামি সঙ্গীতের প্রস্তাবে একবাক্যে না বলে দিয়েছিলেন, আজ তিনিই নজরুল -আব্বাসকে বলছেন, "এবার আরো কয়েকটি ইসলামি গান গাও না!" শুরু হলো নজরুলের রচনায় আর আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠে ইসলামি গানের জাগরণ।

বাজারে এবার নতুন ট্রেন্ড শুরু হলো ইসলামি সঙ্গীতের। এই ট্রেন্ড শুধু মুসলমানকেই স্পর্শ করেনি, স্পর্শ করেছে হিন্দু শিল্পীদেরও।

একসময় মুসলিম শিল্পীরা শ্যামা সঙ্গীত গাইবার জন্য নাম পরিবর্তন করে হিন্দু নাম রাখতেন। এবার হিন্দু শিল্পীরা ইসলামি সঙ্গীত গাবার জন্য মুসলিম নাম রাখা শুরু করলেন। ধীরেন দাস হয়ে যান গণি মিয়া, চিত্ত রায় হয়ে যান দেলোয়ার হোসেন, গিরিন চক্রবর্তী হয়ে যান সোনা মিয়া, হরিমতি হয়ে যান সাকিনা বেগম, সীতা দেবী হয়ে যান দুলি বিবি, ঊষারাণী হয়ে যান রওশন আরা বেগম।

তবে বিখ্যাত অনেক হিন্দু শিল্পী স্ব-নামেও নজরুলের ইসলামি সঙ্গীত গেয়েছেন। যেমনঃ অজয় রায়, ড. অনুপ ঘোষল, আশা ভোঁসলে, মনোময় ভট্টাচার্য, রাঘব চট্টোপাধ্যায়।

দুই.

কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামি গান লেখার সহজাত প্রতিভা ছিলো। খাতা কলম দিয়ে যদি কেউ বলতো, একটা গান লিখুন, তিনি লিখে ফেলতেন।

একদিন আব্বাস উদ্দীন নজরুলের বাড়িতে গেলেন। নজরুল তখন কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আব্বাস উদ্দীনকে হাতের ইশারায় বসতে বলে আবার লেখা শুরু করলেন। ইতোমধ্যে যুহরের আযান মসজিদ থেকে ভেসে আসলো। আব্বাস উদ্দীন বললেন, "আমি নামাজ পড়বো। আর শুনুন কাজীদা, আপনার কাছে একটা গজলের জন্য আসছি।"

কবি শিল্পীকে একটা পরিস্কার জায়নামাজ দিয়ে বললেন, "আগে নামাজটা পড়ে নিন।" আব্বাস উদ্দীন নামাজ পড়তে লাগলেন আর নজরুল খাতার মধ্যে কলম চালাতে শুরু করলেন।

আব্বাস উদ্দীনের নামাজ শেষ হলে নজরুল তাঁর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নিন আপনার গজল!" হাতে কাগজটি নিয়ে তো আব্বাস উদ্দীনের চক্ষু চড়কগাছ। এই অল্প সময়ের মধ্যে নজরুল গজল লিখে ফেলছেন? তা-ও আবার তাঁর নামাজ পড়ার দৃশ্যপট নিয়ে?

"হে নামাজী! আমার ঘরে নামাজ পড়োআজ,
দিলাম তোমার চরণতলে হৃদয় জায়নামাজ।" তিন.

কাজী নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর রচিত নাতে রাসূলের জন্য।

১। ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়
আয় রে সাগর আকাশ-বাতাস দেখবি যদি আয়

২। মুহাম্মদ নাম জপেছিলি, বুলবুলি তুই আগে,
তাই কি রে তোর কণ্ঠের গান, এমন মধুর লাগে।'

৩। আমি যদি আরব হতাম মদীনারই পথ
আমার বুকে হেঁটে যেতেন, নূরনবী হজরত

৪। হেরা হতে হেলে দুলে নূরানী তনু ও কে আসে হায়
সারা দুনিয়ার হেরেমের পর্দা খুলে যায়।

সে যে আমার কামলিওয়ালা, কামলিওয়ালা।
গানগুলো ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে। গানগুলো রচনার প্রায় নব্বই বছর হয়ে গেছে। আজও মানুষ গুনগুনিয়ে গানগুলো গায়।

তথ্য উৎসঃ

১। আব্বাসউদ্দীনের আত্মজীবনী - দিনলিপি ও আমার শিল্পী জীবনের কথা'

সংকলন:
**জন্মজয় কুমার দাশ**
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

# ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস

৮ এপ্রিল বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস। "স্কাউটিং করবো, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হচ্ছে দিবসটি। ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশে বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হওয়ার পর ১৯৭৪ সালে বিশ্ব স্কাউটস সংস্থার ১০৫তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশ স্কাউটস সমিতি। ১৯৭৮ সালে বয় স্কাউট সমিতির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ স্কাউটস নামকরণ করা হয়। মেয়েদের সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৯৯৪ সালে গার্ল-ইন স্কাউটিং চালু করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্য প্রায় ২২ লাখ ১০ হাজারের বেশি। গৌরব আর অর্জনে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম স্কাউট দেশ। তবে বিশ্বব্যপি সমাদৃত এই সেচ্ছাসেবী সংগঠনের যাত্রা শুরু অনেক আগে। ১৯০৭ সালে রবার্ট স্টিভেন্সন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল এই যুব আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন। ২৯শে আগস্ট থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ব্রাউন-সী দ্বীপে ব্যাডেন পাওয়েল পরীক্ষামূলক ক্যাম্প আয়োজন করেছিলেন। এবং সেখান সেখান থেকেই শুরু হয় বিশ্বব্যপি স্কাউটিংয়ের পথ চলা।

উন্নত সোনার বাংলার স্বপ্নসাঁরথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রথম চীফ স্কাউট। অর্থাৎ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব। স্বাধীনতার পর তিনি স্কাউটিংয়ের দীক্ষা নিয়ে চীফ স্কাউটের দায়িত্ব নেন। ১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির ১১১ নং অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় স্কাউট সংগঠনকে স্বীকৃতি দেন। আজকের তরুণ, আগামীর বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে ছাত্র-সমাজের ভূমিকা অনিশিকার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনে করেন- বাংলাদেশ আজকে যতদূর এগিয়েছে, ভবিষ্যতে আজকের শিশু-কিশোর-তরুণ বাংলাদেশকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর তাই গত ২৫ জানুয়ারি গাজীপুরের মৌচাকে ৩২তম এশিয়া প্যাসিফিক ও একাদশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন "প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন স্কাউট প্রশিক্ষণ পায়"।

বাংলাদেশ স্কাউটসের সোনালী পথ চলায় ৫০ বছর অতিক্রান্ড় করে ২০২২ সালে আমরা উদযাপন করেছি বাংলাদেশ স্কাউটসের সুবর্ণজয়ন্তী। বর্তমান বাংলাদেশ স্কাউটসের চীফ স্কাউট হিসেবে আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মহোদয়। যা যুব সংগঠন

হিসেবে ২২ লক্ষাধিক স্কাউট সদস্যের গর্বের জায়গা। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কাউন্সিলের ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ মহোদয় বলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি স্কাউটিং কার্যক্রমই পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রগতিশীল, সৃজনশীল ও উন্নয়নের পথে সম্পৃক্ত করে দেশকে জাতির পিতার কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলায় রূপান্তর করতে।" বাংলাদেশে বর্তমানে স্কাউটের সংখ্যা প্রায় ২২ লাখ জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, "আমাদের যুবসমাজকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কাউটিংয়ে আরও বেশি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও স্কাউটিংয়ে সমানভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। মেয়েরা পিছিয়ে থাকলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। স্কাউট সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের গুণগত মানও নিশ্চিত করতে হবে।" দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় দুর্গতদের পাশে স্কাউটদের উপস্থিতিতে মুগ্ধ হয়ে মহামান্য বলেন, "বিভিন্ন সময়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ডসহ দুর্যোগকালে ক্ষতিগ্রস্থদের সেবাদানে স্কাউটরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।" কিন্তু ছাত্ররা কেন স্কাউটিং করবে? আসুন একটা গল্প বলি। বাংলাদেশ স্কাউটসের সাবেক প্রধান জাতীয় কমিশনার মনযুর-উল-করিম একবার সারা দেশে সকল কারাগারে তথ্য সংগ্রহের অভিযান চালালেন। সকল আসামিদের জিজ্ঞাস করা হলো তারা কারাগারে আসার আগে জীবনে একটি দিনও স্কাউটিং করেছিল কিনা? সারা দেশের সকল কারাগার খুঁজে একটিও আসামি খুঁজে পাওয়া যায়নি যে কিনা কখনো স্কাউটিং করেছে। অর্থাৎ স্কাউটরা সব সময় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। একজন মানবিক মানুষের স্বাদ পেতে হলে অন্যের বিপদে এগিয়ে যেতে হবে। তাই দেশের প্রতিটি দূর্যোগে স্কাউট ও রোভার স্কাউট সদস্যরা সেবার মন্ত্রে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। বন্যায় পানিবন্দিদের উদ্ধার কাজ, অগ্নিকান্ডে উদ্ধার অভিযান, শীতবস্ত্র মানুষদের বস্ত্রবিতরণ সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে স্কাউটদের সাঁড়া দিতে দেখা যায়। এই তো গত ৪ এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবাজার মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৫০ ইউনিট, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সাথে নিরলসভাবে কাজ করেছে বাংলাদেশ স্কাউটস এর বিভিন্ন ইউনিট এর রোভার স্কাউটরা।

ছাত্র জীবনে দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট থেকে অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে পারে ক'জন? একজন রোভার স্কাউট তার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে সুযোগ পায় প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনের। যা দেশে রোভার স্কাউট বয়সিদের জন্য সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড। গণপ্রজাতন্ত্রী

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিজে প্রতিবছর এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। এমন সোনালী অর্জনের সুযোগ ছাত্রজীবনে নিশ্চয় কেউ হাতছাড়া করতে চাইবে না। শুধু দেশে নয়, প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যরা বিভিন্ন দেশের ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে। যা একদিকে যেমন ছাত্রজীবনকে সমৃদ্ধ করে। একই সাথে দক্ষ ও যোগ্য হয়ে উঠতে সহায়তা করে। নিজের প্রতি কর্তব্য পালণ, সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালণ এবং অপরের প্রতি কর্তব্য পালন এই তিন মূল মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে স্কাউটরা। স্কাউটদের মূলমন্ত্র হচ্ছে কাব স্কাউট-যথাসাধ্য চেষ্টা করা, স্কাউট-সদা প্রস্তুত এবং রোভার স্কাউট-সেবা। স্কাউটদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী, সেবাপরায়ণ, সর্বোপরি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থা ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতি গঠনে স্কাউট আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিহার্য।

**মেহেদী হাসান নাঈম**
সদস্য জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স, বাংলাদেশ স্কাউটস

ফিচার

# সাম্প্রতিক বিশ

০১.০৪.২০২০
**আন্তর্জাতিক**
- দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর করে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েল।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব নেয় রাশিয়া।

০২.০৪.২০২৩
**বাংলাদেশ**
- 'নগদ ফাইন্যান্স পিএলসি' নামের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

আন্তর্জাতিক
- ফিনল্যান্ডে আইনসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

০৩.০৪.২০২৩
**বাংলাদেশ**
- দেশের পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (EC)।

**আন্তর্জাতিক**
- মানহানির মামলায় ভারতের কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে জামিন এবং দুই বছরের সাজা স্থগিত করে দেশটির গুজরাটের আদালত।
- মালয়েশিয়ায় বাধ্যতামূলক মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে বিল পাস করে দেশটির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ।

০৪.০৪.২০২৩
**বাংলাদেশ**
- পদ্মা সেতুতে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল করে।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) ১১টি প্রকল্প অনুমোদন করে।
- আলু রপ্তানির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ঢাকার বঙ্গবাজারে ভয়াবহ আগুন।

**আন্তর্জাতিক**
- নিউইয়র্কের ম্যানহাটন আদালত চত্বরে হাজির হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রেপ্তার হন এবং কিছুক্ষণ পর মুক্তি পান ।
- ন্যাটোর ৩১তম সদস্যপদ লাভ করে ফিনল্যান্ড

০৫.০৪.২০২৩
**বাংলাদেশ**
- ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে ১১টি দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলে বাংলাদেশ।
- উপজেলা পরিষদ আইন থেকে 'মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা' রাখার বিধান বাতিল করা হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত ।

**আন্তর্জাতিক**
- চীনের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির সঙ্গে বৈঠক করেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েন।
- সংযুক্ত আরব আমিরাতে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়ে প্রায় আট বছর পর ইরান কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

০৬.০৪.২০২৩
**বাংলাদেশ**
- জাতীয় সংসদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন শুরু।
- বাণিজ্যিকভাবে দেশের বিদ্যুৎ আমদানি শুরু।

**আন্তর্জাতিক**
- চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আবদুল্লাহিয়ান ও সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন
ফারহানের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

০৭.০৪.২০২৩
**বাংলাদেশ**
- বাংলাদেশ ১৭তম টেস্ট জয় করে।
- জাতীয় সংসদের সুবর্ণজয়ন্তী।
- রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ জাতীয় সংসদে তার মেয়াদের শেষ ভাষণ দেন ।

০৮.০৪.২০২৩
**আন্তর্জাতিক**
- তাইওয়ান প্রণালিতে তিন দিনের সামরিক মহড়া শুরু করে চীন -বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষিত এক চালকের সঙ্গী হয়ে প্রথমবারের মতো
জঙ্গিবিমানে করে আকাশে ওড়েন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

০৯.০৪.২০২৩।
**বাংলাদেশ**
- ৬ষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ ।

১০.০৪.২০২৩
**বাংলাদেশ**
- জাতীয় সংসদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ ও ২২তম অধিবেশন সমাপ্ত।
- মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুত, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ ও বিপণন (ক্ষতিকর কার্যক্রম প্রতিরোধ) আইন, ২০২৩-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন ।

**আন্তর্জাতিক**
- বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) বসন্তকালীন বৈঠক যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে শুরু।
- গুড ফ্রাইডে চুক্তি স্বাক্ষরের ২৫তম বর্ষপূর্তি।
- বিশ্বের প্রথম ড্রোনবাহী রণতরী চালু করে তুরস্ক ।

- ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক দলের মর্যাদা পায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি।

**১১.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ**

- দেশের ১১১তম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদন পায় 'তিস্তা ইউনিভার্সিটি'।
- পরিবেশ উন্নয়নসহ মোট ১১টি প্রকল্পের অনুমোদন দেয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)।

আন্তর্জাতিক

- রাশিয়া আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের (ICBM) সফল পরীক্ষা চালায়।
- যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইন বার্ষিক যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করে ।

**১২.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ**

- নওগাঁর আগ্রাদিগুনা সীমান্তে সীমানা" নির্ধারণ নিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি হলে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে ৭৫ শতক জমি ফেরত পায় ।
- সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হয় দুর্গম দ্বীপ কুতুবদিয়া ।
- অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের ভোটকক্ষে প্রবেশসহ নির্বাচনী এলাকায় সংবাদ সংগ্রহের জন্য নির্বাচন কমিশন একটি নীতিমালা প্রকাশ করে ।

**আন্তর্জাতিক**

- কাতার ও বাহরাইন দীর্ঘদিনের বিরোধের সুরাহা করতে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (CCC) সদর দপ্তরে বৈঠক করে। জাপানের পূর্ব নাম নিপ্পন (Nippon)

**১৩.০৪.২০২৩**

**আন্তর্জাতিক**

- ইয়েমেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৌদি আরব ও হুতিদের আলোচনার মধ্যেই বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া শুরু।
- যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি করা ম্যালেরিয়ার টিকাকে প্রথম অনুমোদন দেয় ঘানা।

**১৪.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ**

- ভূমি কর আদায় শতভাগ অনলাইনে কার্যকর
- "বাংলা নববর্ষ ১৪৩০' উদ্‌যাপন ।

**আন্তর্জাতিক**

- ইউরোপিয়ান মহাকাশ সংস্থা (ESA) বৃহস্পতির চাঁদ পর্যবেক্ষণে Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) নভোযান উৎক্ষেপণ করে। - ব্যাপক বিক্ষোভ সত্ত্বেও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ পেনশন সংস্কার বিলে স্বাক্ষর করেন।
- পেনশনপ্রাপ্তির বয়স ৬২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৪ বছর করা আইনটি ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে।

**১৫.০৪.২০২৩**

**আন্তর্জাতিক**

- জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে পরমাণু বিদ্যুৎ পরিত্যাগ করে।
- সুদানে সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে বহু লোক হতাহত ।

**১৬.০৪.২০২৩**

**আন্তর্জাতিক**

- ইউরোপের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক চুল্লিতে নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু ।

**১৮.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ**

- যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে শবে কদর পালিত ।

**২১.০৪.২০২৩**

**আন্তর্জাতিক**

- যুক্তরাজ্যের উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান অলিভার ডওডেন।

**২৩.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ**

- রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের মেয়াদ শেষ হয়।

**আন্তর্জাতিক**

- জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সি মেয়র নির্বাচিত হন রোসুকে তাকাশিমা।

**২৪.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ**

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন মো. সাহাবুদ্দিন।
- একাত্তরের গণহত্যাকে স্বীকৃতি দিতে ওআইসি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

**২৫.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ ।**

- দেশের ১১তম ঈএও পণ্যের স্বীকৃতি পায় রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী আম
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফরের অংশ হিসেবে প্রথমে জাপানে পৌঁছেন।

**২৬.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ**

- বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ১টি চুক্তি ও ৭টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাষ্ট্র-দক্ষিণ কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষর করে।

**২৭.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ**

- চট্টগ্রাম-৮ আসনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত।

**আন্তর্জাতিক**

**২৮.০৪.২০২৩।**

- প্রথম আরব হিসেবে মহাকাশে হাঁটেন আরব আমিরাতের সুলতান আল-নিয়াদি।
- ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির চেয়ারম্যান রিচার্ড শার্প পদত্যাগ করেন।

**৩০.০৪.২০২৩**

**বাংলাদেশ**

- ২০২৩ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু।

■ আগ্রদূত ডেস্ক

# ফোনের ক্যাশে ফাইল ডিলিট করবেন যেভাবে

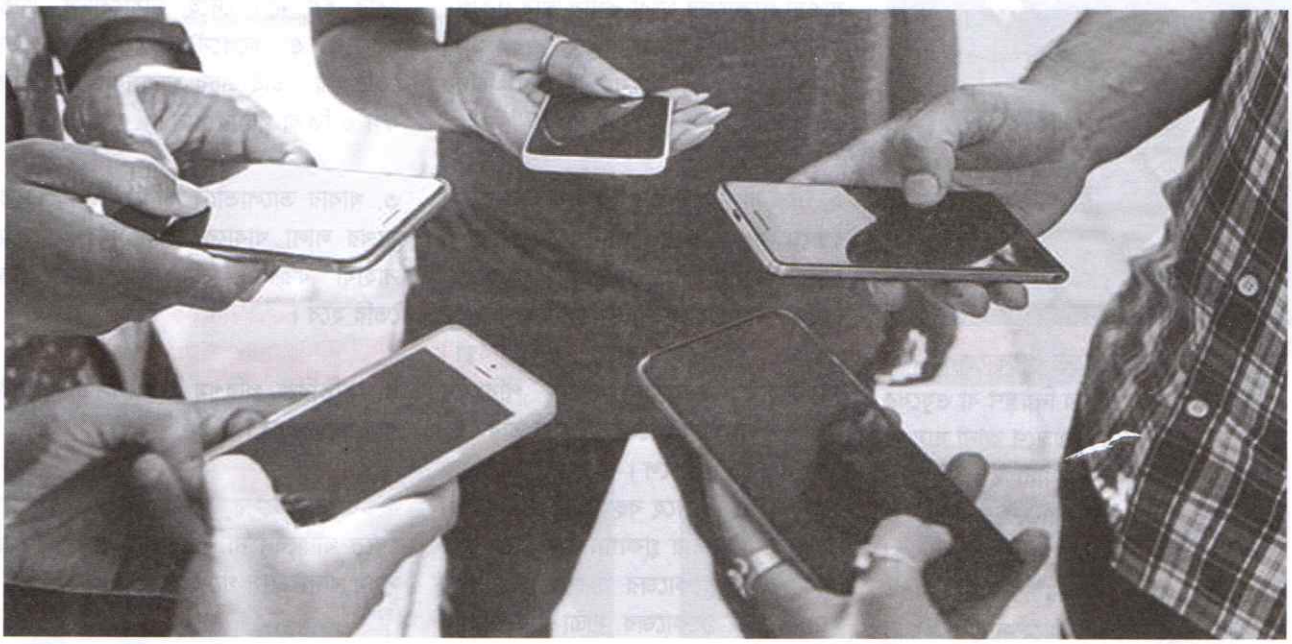



স্মার্টফোন হোক কিংবা ল্যাপটপ স্লো হয়ে গেলে প্রথমেই যে কাজটি করেন তা হচ্ছে ক্যাশ ফাইল ডিলিট করেন। ক্যাশ ফাইল ডিলিট করার কিন্তু অনেক সুবিধা আছে।

চলুন জেনে নেওয়া যাক ক্যাশ ফাইল আসলে কী?

ক্যাশ ফাইল হচ্ছে ডেটা ফাইল, ফটো এবং অনেক ধরনের মাল্টিমিডিয়া। যখন কেউ প্রথমবার কোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ওপেন করেন, তখন এটা তার ডিভাইসে সংরক্ষিত হয়। যখন সেই ব্যক্তি একই ওয়েবসাইট বা অ্যাপ দ্বিতীয়বার ওপেন করেন তখন সেই ডেটা ব্যবহার করা হয়।

স্মার্টফোনের স্টোরেজের জায়গা দখল করে রাখে ক্যাশ ফাইলস। আপনি যত বেশি অ্যাপ ব্যবহার করেন, তত বেশি স্টোর হতে থাকে তার তথ্য। টেমপোরারি ফাইলসের মাধ্যমে এই তথ্য স্টোর করে অ্যাপগুলো। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের এই টেমপোরারি ফাইলসকেই ক্যাশ বলে।

নিয়মিত ক্যাশ ক্লিয়ার করলে যেসব সুবিধা পাবেন-

> ফোনের স্পেস সাময়িক সময়ের জন্য বাড়ে।

> পুরোনো ক্যাশ ফাইলে ভাইরাস হয়ে থাকতে পারে। এর জেরে অ্যাপে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

> কোনো অ্যাপ যদি আপডেটে সমস্যা দেখা দেয়। তবে ক্যাশ ক্লিয়ার করলে তা আপডেট নিতে সহজ হয়।

ক্যাশ ফাইল ডিলিট করবেন যেভাবে-

> স্মার্টফোনের সেটিংসে যান।

> সেখান থেকে অ্যাপ সেটিংসে যান।

> এবার অপ্রয়োজনীয় এবং যে অ্যাপের ক্যাশ ফাইলের সাইজ বেশি সেগুলো সিলেক্ট করুন।

> অ্যাপের ইনফো পেজে গিয়ে ক্লিয়ার ক্যাশে ক্লিক করুন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

# ইনসুলিন আসলে কী?

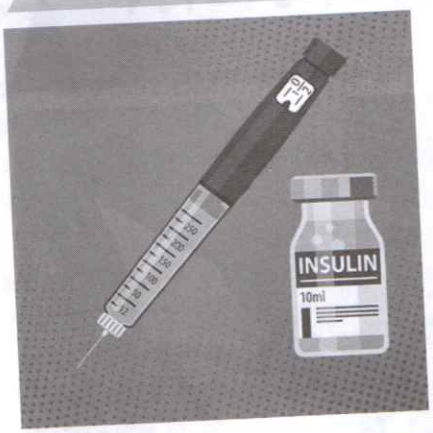


ডায়াবেটিস রোগে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। যখন খাবার নিয়ন্ত্রণ বা ওষুধের মাধ্যমে এই মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না তখন ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন দিতে হয়। ইনসুলিন একটি প্রোটিনধর্মী হরমোন। ইনসুলিন দেহের প্রয়োজন ছাড়া গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে দেহকে সঠিক পরিমাণের গ্লুকোজ সরবরাহে সাহায্য করে। গুরুত্বপূর্ণ এই হরমোনটি তৈরি হয় দেহের প্যানক্রিয়াস নামের অঙ্গে। বাংলায় প্যানক্রিয়াসকে বলে অগ্ন্যাশয়।

অগ্ন্যাশয় পেটের পেছনে বাঁকাভাবে অবস্থিত। অর্থাৎ পাকস্থলীর পেছনের দিকে এর বিস্তৃত। প্রতিটি মানুষের দেহে মাত্র একটি অগ্ন্যাশয় থাকে। অঙ্গটির আকৃতি অর্ধডিম্বাকৃতির। সামনের দিকে গোলাকার, পেছনের অংশ কোণাকৃতির। লম্বায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ সেমি, চওড়া প্রায় তিন সেমি এবং প্রায় দুই সেমি প্রশস্ত। কালচে বাদামি বর্ণের অঙ্গটি প্রায় ৮০ থেকে ৯০ গ্রাম ওজনের।

আমাদের দেহে অগ্ন্যাশয়ের কাজ:

১. ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামের গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করা। ইনসুলিন দেহের বেড়ে যাওয়া গ্লুকোজের মাত্রা কমায় আর গ্লুকাগন দেহের কমে যাওয়া গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ায়। গ্লুকোজ মানেই দেহের চিনির পরিমাণ।

২. এক ধরনের পাচক-রস তৈরি করে, যা হজমে সাহায্য করে। অগ্ন্যাশয়ের শর্করা ও চর্বির পরিমাণ বেড়ে গেলে এর কার্যক্ষমতা হারিয়ে যায়। ফলে পাচক-রস ইনসুলিন ও গ্লুকাগন তৈরিতে আসে অসাম্যাবস্থা। পরিণতিতে ইনসুলিন সঠিক পরিমাণে উৎপাদন না-হলে দেহের গ্লুকোজ তার মাত্রা হারিয়ে ফেলে। গ্লুকোজ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় দেহে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ হয়। আবার গ্লুকাগন অতিরিক্ত কমে গেলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাও দ্রুত কমে যায়। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সব সময়ই সাম্যাবস্থায় থাকতে হয়। অতিরিক্ত বেড়ে বা কমে যাওয়া দুটোই ক্ষতিকর।

অগ্ন্যাশয়কে ভালো রাখতে আমাদের করণীয়:

১. দেহের প্রতিটি অঙ্গের জন্য পানির কোনো বিকল্প নেই। প্রচুর পানি পান করুন। এতে দেহের পাচক-রসের সরবরাহ ঠিক থাকবে। ফলে খাবার হজমে সহায়তা হবে। আবার খাবারের সঠিক হজমে পাকস্থলী ও পিত্তথলিতে পাথরের পরিমাণ কমবে, পাইলস দূর হবে।

২. অতিরিক্ত ফাস্টফুড, অ্যালকোহল ও মিষ্টিজাতীয় খাবার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ায়। ফলে অগ্ন্যাশয়ে চর্বি জমে যায়। চর্বি জমলে সঠিকভাবে ইনসুলিন, গ্লুকাগন তৈরি হয় না। দেহে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও কলেস্টেরলজনিত জটিলতা তৈরি হয়। তাই প্রচুর শাকসবজি, মৌসুমি ফল ও তিতা খাবার খান।

৩. খাবার ভালোভাবে চিবিয়ে খান। এতে মুখের লালা খাবারের সঙ্গে মিশে হজমে সাহায্য করবে। সঠিকভাবে পাচক-রস তৈরি হবে।

৪. অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অলসতা দুটোই বাদ দিতে হবে।

৫. ডায়াবেটিসের রোগীরা দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকবেন না। বিরতির সময় কমিয়ে সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলাটা জরুরি।

৬. দেহের ওজন সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। পরিহার করতে হবে দুশ্চিন্তা। কারণ দুশ্চিন্তা সব অঙ্গের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে।

৭. প্রতি বছর পুরো দেহের চেকআপ করান। এতে অজানা কোনো অসুখ থাকলে তা ধরা পড়বে।

৮. চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘ বছর একই ডোজে ডায়াবেটিস, হাই বাড প্রেশার বা যেকোনো অসুখের ওষুধ খাবেন না।

সূত্র: এইচএন/এএ/জেআইএম

■ আগ্রদূত ডেস্ক

# বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ উদযাপন অনুষ্ঠান
## প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি

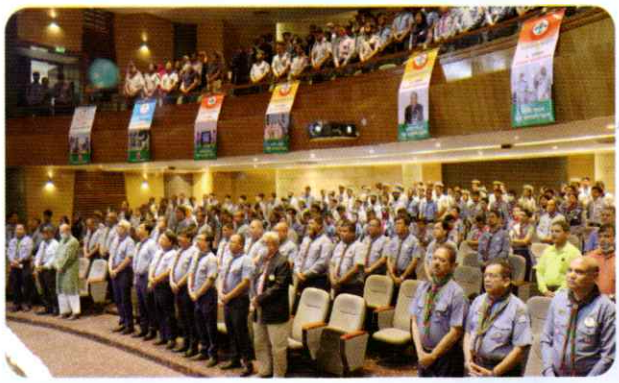

ফটো গ্যালারী

## ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ উপলক্ষে জাতীয় সদর দফতরে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান এবং স্কাউট দিবস উদযাপন এর শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

# বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতিগণ ও কার্যকাল

তাজ উদ্দিন আহমেদ
০৮.০৪.১৯৭২ - ১৯.০৭.১৯৭৫

ড. মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী
২০.০৭.১৯৭৫ - ১৭.০৬.১৯৭৮

এএফএম আহসান উদ্দিন চৌধুরী
১৮.০৬.১৯৭৮ - ১৭.১০.১৯৮৪

এম মহবুব উজ জামান
১৮.১০.১৯৮৪ - ২৩.০২.২০০০

মনযূর উল করীম
২৮.০২.২০০০ - ২৭.০৬.২০০৫

ড. শাহ মোহাম্মদ ফরিদ
২৮.০৬.২০০৫ - ১৪.০৬.২০০৮

মোঃ মমতাজুল ইসলাম
১৫.০৬.২০০৮ - ১৪.০৭.২০১১

মোঃ আবদুল করিম
১৫.০৭.২০১১ - ২৬.০৬.২০১৪

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
২৭.০৬.২০১৪ -

ফটো গ্যালারী

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

# বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনারগণ ও কার্যকাল

পি এ নাজির
০৮.০৪.১৯৭২ - ১৯.০৭.১৯৭৫

নুরুলিসলাম শামস
২০.০৭.১৯৭৫ - ২৮.০৪.১৯৮০

মনযূর উল করীম
২৯.০৪.১৯৮০ - ২৩.০২.২০০০

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
২৪.০২.২০০০ - ২৭.০৬.২০০৮

আবুল কালাম আজাদ
২৮.০৬.২০০৮ - ১৬.০৭.২০১৪

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
২৯.০৭.২০১৪ -

ফটো গ্যালারী

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

# বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত
# জাতীয় ইভেন্টসমূহ

## কাব ক্যাম্পুরীর তথ্য

**১ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী**
খিলগাঁও সরকারী উ.বি, ঢাকা
২৭-৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৭
৮৪৭ জন

**২য় জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
২৭-৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৩
৯৩০ জন

**৩য় জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী**
মৌচাক, বাগেরহাট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা
৩-৫ ডিসেম্বর ১৯৯২
৪৮৩৫ জন
থিম ঃ **শিশুরাই ভবিষ্যৎ**

**৪র্থ জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী**
মৌচাক, পঞ্চগড়, খুলনা, যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল
২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬-০১ জানুয়ারি ১৯৯৭
৭০০৪ জন
থিম ঃ **আজকের কাবিং কালকের নেতৃত্ব**

**৫ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
১২-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০
৫৫৭০ জন
থিম ঃ **আগামী পৃথিবী শান্তির পৃথিবী চাই**

**৬ষ্ঠ জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
২৫-৩০ ডিসেম্বর ২০০৪
৭২০৯ জন
থিম ঃ **এসো সুন্দর জীবন গড়ি**

**৭ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
০৮-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১
৮০২৬ জন
থিম ঃ **সকল বাঁধা পেড়িয়ে যাবো**

**৮ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
২২-২৮ জানুয়ারি ২০১৬
৮০০০ জন
থিম ঃ **আমরা করবো জয়**

**৯ম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
১৯-২৪ জানুয়ারি ২০২০
৭৫০০ জন
থিম ঃ **কাবিং করবো শান্তির বার্তা আনবো**

ফটো গ্যালারী

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

# স্কাউট র‍্যালী ও স্কাউট জাম্বুরীর তথ্য

**১ম জাতীয় স্কাউট র‍্যালী**
পুলেরহাট, যশোর
২৮ ফেব্রুয়ারি-০১ মার্চ ১৯৭৪
১১৫০ জন

**২য় জাতীয় স্কাউট র‍্যালী**
রংপুর
০২-০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭
২২০০ জন

**৩য় জাতীয় স্কাউট র‍্যালী**
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
০২-১১ এপ্রিল ১৯৭৭
১০০০ জন

**১ম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
২১-২৯ জানুয়ারি ১৯৭৮
৪৪৬৪ জন
থিম ঃ **সুন্দর পৃথিবীর জন্য আমরা**

**২য় জাতীয় ও ৫ম এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট জাম্বুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
৩০ ডিসেম্বর ১৯৮০-০৫ জানুয়ারি ১৯৮০
৫০১ ৭জন
থিম ঃ **উন্নয়নের জন্য নেতৃত্ব**

**৩য় জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ - ০৪ জানুয়ারি ১৯৮৬
৫৩৬৯ জন
থিম ঃ **আমরা তরুন আমরা শক্তি**

**৪র্থ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯-০৩ জানুয়ারি ১৯৯০
৬৩৬৫ জন
থিম ঃ **দক্ষতাই শক্তি**

**৫ম বাংলাদেশ ও ১৪শ এশিয়া প্যাসিফিক জাম্বুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
০৫-১২ জানুয়ারি ১৯৯৪
৭৩৪৩ জন
থিম ঃ **সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য স্কাউটিং**

**৬ষ্ঠ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
৫-১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
১০১১৮ জন
থিম ঃ **সবুজ পৃথিবী সজীব স্কাউটিং**

**৭ম বাংলাদেশ ও ৪র্থ সার্ক জাম্বুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
৫-১২ জানুয়ারি ২০০৪
১৩২০ ৭জন
থিম ঃ **নেতৃত্বের জন্য স্কাউটিং**

**৮ম বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
১৪-২২ জানুয়ারি ২০১০
১১০৮২ জন
থিম ঃ **দিনবদলে স্কাউটিং**

**৯ম বাংলাদেশ ও ১ম সানসো স্কাউট জাম্বুরী**
মৌচাক, গাজীপুর
৪-১১এপ্রিল ২০১৪
১১০৬৫ জন
থিম ঃ **শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য স্কাউটিং**

ফটো গ্যালারী

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

১০ম বাংলাদেশ ও ৩য় সানসো স্কাউট জাম্বুরী
মৌচাক, গাজীপুর
৮-১৪ মার্চ ২০১৯
১০৫৬০ জন
থিম ঃ যোগ্য নেতৃত্ব উন্নত দেশ

৩২তম এশিয়া প্যাসিফিক ও ১১তম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী
মৌচাক, গাজীপুর
১৯-২৭জানুয়ারি ২০২৩
১০০০০ জন
**Sabash .....a fountain of Energy**

## রোভার মুট তথ্য

১ম বাংলাদেশ জাতীয় রোভারমুট
মৌচাক, গাজীপুর
১৪-১৮ জানুয়ারি ১৯৭৮
১০১৪ জন

২য় বাংলাদেশ জাতীয় রোভারমুট
বাহাদুরপুর, গাজীপুর
২২-২৬ অক্টোবর ১৯৭৮
১০০০ জন

৩য় জাতীয় বাংলাদেশ রোভারমুট
খুলনা
১৩-১৮ এপ্রিল ১৯৮০
১৩০০ জন

৪র্থ বাংলাদেশ জাতীয় রোভারমুট
বাহাদুরপুর, গাজীপুর
২১-২৬ জানুয়ারি ১৯৮৫
৮৭৫ জন

৫ম বাংলাদেশ জাতীয় রোভার মুট
মৌচাক, গাজীপুর
২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৮ ০২ জানুয়ারি ১৯৮৯
১২৫২ জন

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ জাতীয় রোভার মুট
বন্দরনগরী, চট্টগ্রাম
০১-০৭ জানুয়ারি ১৯৯৩
১৮০০ জন
থিম ঃ আমরা সুন্দর আমরা দুর্বার

৯ম এশিয়া প্যাসিফিক ও ৭ম বাংলাদেশ রোভার মুট
লাক্কাতুরা, সিলেট
২৪-৩০ অক্টোবর ১৯৯৭
৩৫০০ জন
থিম ঃ উন্নত বিশ্বের জন্য রোভাররিং

৩য় জাতীয় কমডেকা ও ৮ম জাতীয় রোভার মুট
যমুনা স্কাউটপল্লী, সিরাজগঞ্জ
২৮ ডিসেম্বর ২০০১-০৪ জানুয়ারি ২০০২
৫০৬৯ জন
থিম ঃ পরিবেশ ও সমাজ উন্নয়নে স্কাউটিং

৯ম জাতীয় রোভার মুট
বাহাদুরপুর, গাজীপুর
০৬-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
৩০৮৫ জন
থিম ঃ নেতৃত্বের জন্য রোভারিং

ফটো গ্যালারী

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

**১০ম জাতীয় রোভারমুট ও ৫ম জাতীয় কমডেকা**
ময়নামতির চর, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়
২৯ জানুয়ারি-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৬১০৬ জন

**একাদশ জাতীয় রোভারমুট**
গোপালগঞ্জ
২৫-৩১ জানুয়ারি ২০১৭
১০০০০ জন
থিম ঃ **শান্তিময় জীবন উন্নত দেশ**

## বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত কমডেকা তথ্য

**১ম বাংলাদেশ জাতীয় কমডেকা**
রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর
০১-০৫ নভেম্বর ১৯৯২
২৫০ জন

**২য় এশিয়া প্যাসিফিক কমডেকা**
তা-মা-তু, তালতলী, বরগুনা
১৮-২২ ডিসেম্বর ১৯৯৫
৩৫০০ জন
থিম ঃ **উন্নত স্কাউটিং উন্নত সমাজ**

**৩য় জাতীয় কমডেকা ও ৮ম জাতীয় রোভার মুট**
হুদাইবাঁধ, সিরাজগঞ্জ
২৮ ডিসেম্বর ২০০১ থেকে ৪ জানুয়ারি ২০০২
৫০৬৯ জন
থিম ঃ **পরিবেশ ও সমাজ উন্নয়নে স্কাউটিং**

**৪র্থ জাতীয় কমডেকা**
কক্সবাজার
০৩-০৭ মার্চ ২০০৭
৩৩১৯ জন
থিম ঃ **জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে স্কাউটিং**

**৫ম জাতীয় কমডেকা**
ময়নামতির চর, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়
২৯ জানুয়ারি-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৬১০৬ জন

**৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা**
হাইমচর, চাঁদপুর
৩১ মার্চ-০৫ এপ্রিল ২০১৮
৬৭৪৯ জন
থিম ঃ **টেকসই সমাজ নির্মানে স্কাউটিং**

## বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত অ্যাগোনারী তথ্য

**১ম জাতীয় স্কাউট অ্যাগোনারী**
কুমিল্লা জিলা স্কুল
১৩-১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
২১৮জন

**২য় জাতীয় স্কাউট অ্যাগোনারী**
কুমিল্লা জিলা স্কুল
২২-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
২৬০জন
থিম ঃ **স্কাউটিং উন্নয়নে আমরা**

**৩য় জাতীয় স্কাউট অ্যাগোনারী**
জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর
২৪-২৯ জানুয়ারি ২০০১
৬০০ জন
থিম ঃ **আমরাও সশীম**

**৪র্থ জাতীয় স্কাউট অ্যাগোনারী**
আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোর
১৪-১৮এপ্রিল ২০০৫
৫৬১জন
থিম ঃ **আমরা করবো জয়**

**৫ম জাতীয় স্কাউট অ্যাগোনারী**
জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর
০১-০৭ নভেম্বর ২০১৩
১২০০ জন

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

# খেলাধুলা

## যেসব ইনডোর গেম শিশুদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটায়

খেলা বিষয়টি কেবল আনন্দ দেয় না, এটি শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার জন্য বেশ প্রয়োজনীয়ও বটে। খেলা মোটামুটিভাবে ২ ধরনের হয়ে থাকে। আউটডোর গেম, যেমন- ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, গোলাছুট, বউছি ইত্যাদি। এবং ইনডোর গেম, যেমন- দাবা, লুডু, মনোপলি, পাজল গেম, ওয়ার্ড বিল্ডিং, লেগো সেট ও বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেম ইত্যাদি। তবে দেশী বিদেশী খেলার মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য থাকলেও সব ধরনের খেলাই অনেক উপকারী। প্রতিটি বাচ্চাই খেলতে অনেক বেশি পছন্দ করে। বাচ্চাদের খেলতে কখনও বারণ করা উচিৎ না কেননা ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন আউটডোর খেলা তাদের পেশী শক্ত করে এবং বিভিন্ন ইনডোর গেম মানসিক দক্ষতা বাড়িয়ে তোলে। ইনডোর গেমগুলো বাচ্চাকে চিন্তা করতে সাহায্য করে। ফলে তাদের ব্রেন সবসময়ই সক্রিয় থাকে এবং তারা অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে ওঠে। আসুন এমন কয়েকটি ইনডোর গেমের কথা জেনে নিই যেগুলো বাচ্চাদের বুদ্ধিদীপ্তের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম।

১. দাবা :

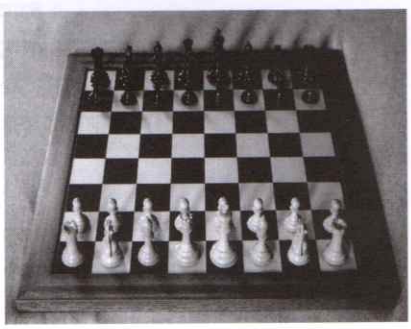



দাবা একটি জনপ্রিয় খেলা যেটি সাদাকালো ঘর করা একটি বোর্ডের উপরে রেখে খেলা হয়। সাধারণত দুজনে মিলে এই খেলাটি খেলাতে হয়। খেলাটি মোটামুটিভাবে প্রতিপক্ষের সাথে এক প্রকারের যুদ্ধ করা। অর্থাৎ প্রতিপক্ষের গুটিগুলোকে কৌশলে মেরে ফেলে রাজাকে আক্রমণ করা। এটি অনেক বুদ্ধিদীপ্ত একটি খেলা। বাচ্চারা এই খেলাটি খেললে বিভিন্ন ধরনের কৌশলের আয়ত্ত করতে শেখে, নিজেকে বাঁচানোর পদ্ধতি শেখে। ফলে তাদের বুদ্ধি বাড়ে।

২. মনোপলি :

মনোপলি খেলাটিও এক প্রকারের বুদ্ধির খেলা যেখানে প্রতিপক্ষ সর্বোচ্চ ৩ জন থাকে। তাদের সাথে জীবনের পথ অতিক্রম করতে হয়। জীবনে চলার পথে নিজের টাকার হিসেব রাখতে হয়। আবার সঞ্চিত টাকা দিয়ে বাড়ি, হোটেল বা ব্যাংক চেক কেনার একটি বিষয় থাকে। যে যত বেশি বাড়ি হোটেল আর জায়গা কিনবে সে তত বেশি জয়ী ব্যক্তিতে পরিণত হবে। খেলাটিতে আবার জীবনের নেতিবাচক দিকও রয়েছে। অর্থাৎ জীবনে চলার পথে যাদের ভাগ্য খারাপ তারা জেলসহ বিভিন্ন ধরনের খারাপ অবস্থানেও যেতে পারে। এই খেলাটি বাচ্চাদের মেধার বিকাশের জন্য বেশ জনপ্রিয় একটি খেলা। খেলাটি বাচ্চাদের শেখায় কিভাবে জীবনে চলতে হবে, ক্যারিয়ার বা ভবিষ্যত কীভাবে গোছাতে হবে। আর কীভাবে জীবনে কৌশলে চলতে হবে তার মেধাদীপ্ত চিন্তাগুলো বাচ্চাদের মাঝে কাজ করে।

৩. ওয়ার্ড বিল্ডিং বা শব্দ তৈরির খেলা :

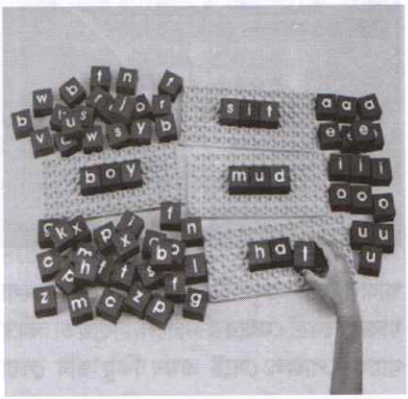




এই খেলাটি খাতা কলম নিয়ে খেলতে হয়। খাতায় কয়েকটি ছক কেটে কে কত বেশি অক্ষরের অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করতে পারে এমন একটি খেলা। শব্দ তৈরির উপরে নম্বর পাওয়া যায় আর যার যত বেশি নম্বর সে তত বেশি জয়ী। এই খেলাটি বাচ্চাদের ভোকাবুলারি বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি চিন্তার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

৪. লেগো সেট :

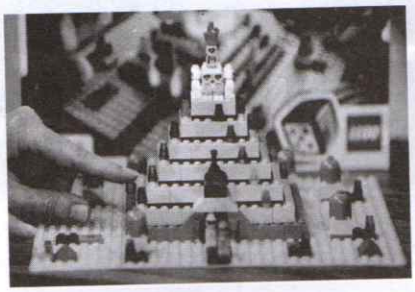

লেগো সেট খেলাটিও একটি মজার খেলা যেটি বাচ্চাদের বুদ্ধিদীপ্তের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। এটি বিভিন্ন ধরনের শেপে তৈরি হয়। যেমন একটি শেপ এমন হয় যে ছড়ানো অনেকগুলো লেগো মিলিয়ে বিল্ডিং বা ভবন তৈরি করতে হয়। আবার অনেক লেগো রং মিলিয়ে মিলাতে হয়।

এই খেলাটি বাচ্চাদের মাঝে প্রকৌশলী বিদ্যা গড়ে তোলে এবং চিন্তাশক্তি বাড়িয়ে দেয়। ফলে তারা অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত হয়।

৫. পাজল সেট :

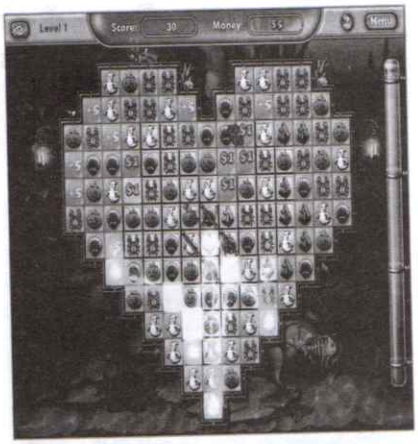


পাজল সেট খেলাটিও একটি বুদ্ধির খেলা যাবাচ্চাদের মেধার বিকাশে সহায়তা করে থাকে। পাজল সেটে এমন কিছু ছবি দেয়া থাকে এবং পাজলগুলো এলোমেলো করে দেয়া হয়। সেই এলোমেলো পাজলগুলো মিলিয়ে নির্দিষ্ট ছবির শেপে আনতে হয়। বাচ্চারা এই খেলাটি খেলে বেশ মজা পেয়ে থাকে।

৬. ভায়োলেন্সমুক্ত ভিডিও গেম :

ভিডিও গেম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তবে সেগুলো যদি ভায়োলেন্স মুক্ত হয় তবে তা বাচ্চাদের বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করে। ভিডিও গেমগুলোতে সাধারণত একটি নায়ক থাকে যে বিভিন্ন ধরনের বিপদে পড়ে। সেই বিপদ থেকে নায়ককে বাঁচিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই ভিডিও গেমরাই-ডারের উদ্দেশ্য। বাচ্চারা এই খেলাটি খেলে অনেক বেশি মজা পেয়ে থাকে এবং এই খেলাগুলো বাচ্চাদের মেধার বিকাশে বেশ উপকারী। কেননা এর থেকে বাচ্চারা নিজেদের যেকোনো বিপদ থেকে মুক্ত করার পথ বের করে নেয়ার শিক্ষা পায় যা তাদের বাস্তব জীবনেও কাজে দেয়।

এছাড়া এই খেলাগুলো তাদের ব্রেন সবসময় সচল থাকে, তাই তাদের মেধা বা চিন্তার বিকাশ ঘটে।

■ **আগ্রদূত ডেস্ক**

# হাসতে মানা জানেনা কেউ

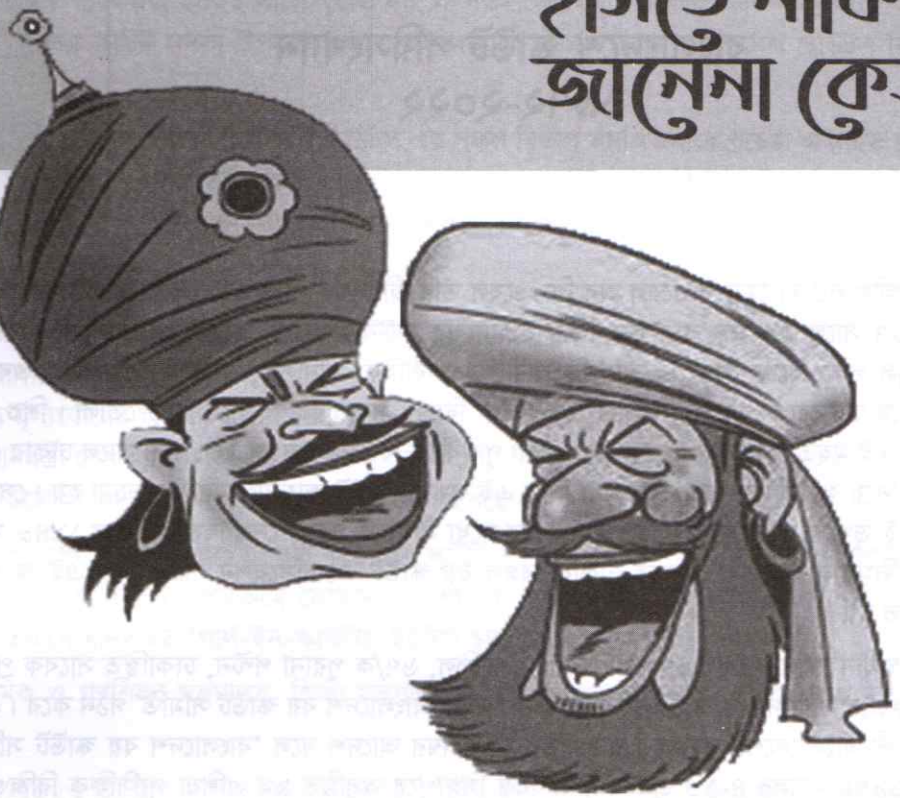

*

সাকিব এবং রাকিবের মধ্যে কথা হচ্ছে-

সাকিব : রাকিব, তুই আমাকে ঠিক রাত ১০টায় ফোন দিস তো। তোর সঙ্গে কথা আছে।

রাকিব : ঠিক আছে। তুই তাহলে আমাকে ঠিক ৯টা ৫৯ মিনিটে ফোন দিয়ে মনে করিয়ে দিস।

*

এক বন্ধু ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কোনোমতে জীবন রক্ষা করে সুস্থ হয়ে উঠার পর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু বলল, দোস্ত, চল রাস্তা থেকে ঘুরে আসি।

না দোস্ত, আমি বাইরে যাব না, সমস্যা আছে।

কেন? কী সমস্যা?

ওই ট্রাকের পেছনে লেখা ছিল, ধন্যবাদ! আবার দেখা হবে!

*

এক ছাত্র ক্লাসে বসে ঝিমুচ্ছিল। দেখে শিক্ষক বলল, এই ছেলে, দাঁড়াও! এখন বলো আকবর কে ছিলেন?

ছাত্র : জানি না স্যার।

শিক্ষক : জানবে কীভাবে? ক্লাসের দিকে একটু মনোযোগ দাও, জানতে পারবে।

ছাত্র : আচ্ছা স্যার, আপনি জানেন পলাশ কে?

শিক্ষক : না, কে উনি?

ছাত্র : স্যার, সে আমার ফুফাত ভাই!

*

আদম শুমারির গণনাকারী এক বাড়িতে লোক গণনা করতে গিয়ে দেখেন এক পরিবারে ৩০ জন ভাই! তাই দেখে গণনাকারী তাদের বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মুরব্বি, আপনার বাড়িতে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের লোকজন কোনোদিন আসেনি?

মুরব্বি উত্তর দিলেন, অনেকেই তো আসেন, তবে সবাই আমার বাড়িটাকে স্কুল মনে করে চলে যান!

*

হাসান : বাবলু, তোর গরম লাগলে তুই কী করিস?

বাবলু : কী আবার করব! এসির পাশে গিয়ে বসে পড়ি।

হাসান : তাতেও যদি তোর গরম না কমে?

বাবলু : তখন এসি অন করি।

*

পাগলা গারদের এক ডাক্তার তিন পাগলের পরীক্ষা নিচ্ছেন। পরীক্ষায় পাস করলে তিনজনকে পাগলা গারদ থেকে মুক্তি দেয়া হবে, কিন্তু ফেল করলেই তিন বছরের জন্য আটকে দেয়া হবে। ডাক্তার তিন পাগলকে একটা জলবিহীন ফাঁকা সুইমিং পুলের সামনে নিয়ে ঝাঁপ দিতে বললেন। প্রথম পাগল তৎক্ষণাৎ তাতে ঝাঁপ দিয়ে পা ভেঙে ফেলল। দ্বিতীয় পাগলটিও ডাক্তারের নির্দেশমতো তাতে ঝাঁপ দিল এবং হাত ভেঙে ফেলল। তৃতীয় পাগলটি কোনোমতেই ঝাঁপ দিতে রাজি হল না।

ডাক্তার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আরে, তুমি তো সুস্থ হয়ে গেছ! যাও, তুমি মুক্ত। তবে একটা কথা বল তো, তুমি পুলে ঝাঁপ দিলে না কেন?

পাগলটি নির্দ্বিধায় জবাব দিল, দেখুন ডাক্তার বাবু, আমি সাঁতার একেবারেই জানি না!

■ আগ্রদূত ডেস্ক

# বাংলাদেশে স্কাউট পরিসংখ্যান ১৯৭২-২০২২

**শেখ ইউসুফ হারুন**
জাতীয় কমিশনার (সংগঠন)

স্যার রবার্ট স্টিফেনশন স্মীথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল তাঁর জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে একটি সংঘাতমুক্ত পৃথিবী বিনির্মাণের প্রয়াশে ১৯০৭ সালে ২০ জন বালককে নিয়ে ইংল্যান্ডের ব্রাউন-সী দ্বীপে স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তণ করেন। স্কাউটিং আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক গুণাবলী উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। শিশু, কিশোর ও যুববয়সী ছেলেমেয়েদের এই মহতী আন্দোলন পর্যায়ক্রমে সারা পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করে। ১৯১৪ সালে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুলে ৬০ জন বালককে নিয়ে স্কাউট দল সংগঠনের মধ্য দিয়ে এই ভূখন্ডে স্কাউট আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়। সেসময় স্কাউট আন্দোলন কেবলমাত্র এই ভূখন্ডে বসবাসরত ব্রিটিশ বালকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে বরেণ্য স্কাউট ব্যক্তিত্ব জনাব সলিমুল্লাহ ফাহমী'র নেতৃত্বে ঢাকায় বেঙ্গল বয় স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হলে এই অঞ্চলের স্কাউট আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়।

মহান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ৮-৯ এপ্রিল, ৬৭/ক পুরানা পল্টন, ঢাকাস্থিত সাবেক প্রাদেশিক বয় স্কাউট সমিতির সদর দফতরে সারাদেশের স্কাউট নেতৃবৃন্দ এক সভায় 'বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি' গঠন করে। একই বৎসর ৯ই সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১১১ নম্বর আদেশ বলে 'বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি' রাষ্ট্রীয় অনুমোদন লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ৪-১০ জুন তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্সে বাংলাদেশ বিশ্ব স্কাউট সংস্থার ১৫তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৭৫ সালে এই স্কাউট সংগঠনের নাম পবিরর্তন করে রাখা হয় 'বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি' এবং ১৯৭৮ সালে এর পুনঃনামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ স্কাউটস'। এই নামেই দেশের এই যুব সংগঠন দেশ-বিদেশে সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেছে।

১৯৭২ সালে ৫৬,৩২৬ জন সদস্য নিয়ে এদেশের স্কাউট আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়। তখন দেশের জনসংখ্যা ছিল ৬,৯৩,৪৬,৭০৫ জন। অর্থা মোট জনসংখ্যার ০.০৮% স্কাউটিং কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিল। আর ২০২২ সালে স্কাউট সদস্য ২৪,৩৪,২৮২ জন এবং দেশের জনসংখ্যা ১৬,৯৮,২৮,৯১১ জন হিসেবে মোট জনসংখ্যার ১.৪৩% স্কাউটিং কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত ছিল।

১৯৭৮ সালে পাঁচ বছর মেয়াদে ১৯৮৩ সাল নাগাদ স্কাউট সদস্য সংখ্যা পাঁচ লাখে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রথম কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে স্কাউট সদস্য সংখ্য ১,৮৪,৯৬৭ জনে উন্নীত হয়, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম।

এরপর ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল ২০০০ সাল নাগাদ স্কাউট সদস্য সংখ্যা দশ লাখে উন্নীতকরণ। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে ছেলেদের পাশাপাশি স্কাউট পরিবারে মেয়েদের অংশগ্রহণ। ১৯৯৪ সালের ২৪ শে মার্চ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটস এর একাদশ জাতীয় কাউন্সিল সভায় বিশ্ব স্কাউট সংস্থার অনুমোদনক্রমে 'গার্ল ইন স্কাউটিং' প্রবর্তিত হলে স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। নির্ধারিত সময়ে স্কাউট সদস্য সংখ্যা ১২,২১,২৮৮ জনে উন্নীত হয়, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

তৃতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা গৃহীত হয় ২০০৬ সালে। ২০১৩ সালের মধ্যে স্কাউট সদস্য সংখ্যা পনের লাখে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত এই মেয়াদে অর্জিত লক্ষ্য মাত্রা ১২,৮৫,৬০৭ জন।

চতুর্থ কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৬ সালে গৃহীত হয়। এর লক্ষ্য ছিল ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশকে একুশ লাখ গুনগত মান সম্পন্ন স্কাউট সদস্য উপহার দেয়া। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। নির্ধারিত সময়ে স্কাউট সদস্য সংখ্য ২২,৬১,৩৫১ জনে উন্নীত হয়, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি।

পঞ্চম কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২ সালে গৃহীত হয়, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩০ সালে পঞ্চাশ লাখ গুনগত মান সম্পন্ন স্কাউট সদস্য উপহার দেয়া। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বাস্তবমূখী পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল বিভাগ সমন্বিতভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে এবং অঞ্চল থেকে জেলা/উপজেলা স্কাউটস পর্যন্ত সর্বাত্মক তৎপরতা বহাল থাকলে এবং সর্বোপরি ইউনিট পর্যায়ে স্কাউট প্রোগ্রাম কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে নির্ধারিত এই লক্ষ্যমাত্র অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

নিম্নলিখিত কারণে স্কাউট সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ:

* বিশ্ব স্কাউট সংস্থা, এপিআর ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য;
* দেশে সুনাগরিকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য;
* সামাজিক মূল্যবোধের ইতিবাচক পরিবর্তন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে একাদশ জাতীয় রোভার মুট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেন:

(ক) "প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ দুটি করে কাব স্কাউট দল, দুটি স্কাউট দল ও দুটি রোভার স্কাউট দল গঠন করতে হবে। ছেলেদের পাশাপাশি স্কাউটিং কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মেয়েদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত 'গার্ল-ইন-স্কাউটিং' ইউনিট চালু করতে হবে"।

(খ) "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সকলে সমন্বিতভাবে বাংলাদেশ স্কাউটসকে সহযোগিতা করবেন"।

গত ২৫/০১/২০২৩ তারিখে গাজীপুরের মৌচাকের জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩২তম এশিয়া প্যাসিফিক এবং ১১তম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী ২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা প্রদান করা হয়:

(ক) সরকার প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় স্কাউট ভবন ও প্রশিক্ষণ ভবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করবে।

(খ) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি করে স্কাউট দল বা রোভার দল গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(গ) ছেলেদের পাশাপাশি গার্ল স্কাউট বা মাদ্রাসাসমূহে স্কাউট যেন গঠন করা হয় সে বিষয়ে কাজ করতে হবে সকলকে।

(ঘ) প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন স্কাউট প্রশিক্ষণ পায়।

বাংলাদেশ স্কাউটসের পঞ্চম কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) লাখে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের পথে বহুলাংশে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ স্কাউটস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুক্ত নির্দেশনা ও বাংলাদেশ স্কাউটসের পঞ্চম কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শীঘ্রই তিন শাখায় ধারাবাহিকভাবে ৩টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ণ করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে প্রতিটি উপজেলা ও জেলায় স্কাউট ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুটি করে স্কাউট দল গঠন নিশ্চিত করতে সম্ভাব্যতা যাচাই করা যেতে পারে।

সদস্য বৃদ্ধির জন্য সকল স্তরের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। নতুন নতুন টার্গেট এরিয়া চিহ্নিত করে স্কাউটিং সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কমিউনিটি বেইজড স্কাউটিং, গার্ল-ইন-স্কাউটিং ও এক্সটেনশন স্কাউটিং গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া যথাযথ নারী-পুরুষ ভারসাম্য নিশ্চিত করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছানোর মাধ্যমে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

বিভিন্ন কমিউনিটি বা এলাকাভিত্তিক যে স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তাকে কমিউনিটি বেইজড স্কাউটিং বলা হয়। এর আওতায় থাকতে পারে-পাড়া বা মহল্লা, বিভিন্ন হাউজিং প্রকল্প, বিভিন্ন কলোনি, স্টাফ কোয়ার্টার ইত্যাদি।

একজন ছেলে বা মেয়ে তার শিক্ষা জীবনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন করে। যে শিশুটি তার স্কুলে কাবিং করে পরবর্তীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্কাউটিং করার ক্ষেত্রে সে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে। একইভাবে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্কাউটিং করে সে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে। এ সমস্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মিলিতভাবে দুর করতে হবে।

২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ২৪,৩৪,২৮২ জনের মধ্যে মহিলা সদস্য মাত্র ৪,১৬,৩৮৭ জন। অর্থ্যাৎ স্কাউটিং-এ মহিলাদের সংখ্যা মোট সংখ্যার মাত্র ১৭.১১%। মেয়েদের আরো স্কাউটিং এ সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। গার্ল-ইন-স্কাউট দলের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে দল বৃদ্ধির জন্য মহিলা লিডারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং মহিলা লিডার বৃদ্ধির জন্য সকল স্তরে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রচলিত দলের বাইরের আমাদের আরো বিভিন্ন জায়গায় স্কাউটিং সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। যেমন কিন্ডারগার্টেন স্কুল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাক ও অন্যান্য এনজিও, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের স্কুল, এতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্কাউট সম্প্রসারণের কেন্দ্র হতে পারে।

ইউনিট লিডার হচ্ছেন মেম্বারশীপ গ্রোথের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি তাঁর দক্ষতা এবং আগ্রহে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারেন। একজন শিক্ষক যেমন একজন শিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলেন, ঠিক তেমনি একজন ইউনিট লিডার গড়ে তুলতে পারে একজন আদর্শ মানুষ, একজন সুনাগরিক। একজন ইউনিট লিডারকে তাঁর ইউনিটের সকলে অনুসরণ করে। ফলে প্রকৃত অর্থে ইউনিট লিডারের সফলতার উপরই মেম্বারশীপ গ্রোথ নির্ভরশীল। মেম্বারশীপ গ্রোথের ক্ষেত্রে সকল বয়স্ক নেতাই ইউনিট লিডারের সহায়তাকারী।

ইউনিট লিডার প্রথমতঃ তার দলের পূর্ণ সংখ্যায় কাব (২৪ জন), স্কাউট (৩২ জন), রোভার (২৪ জন) কে সক্রিয়ভাবে ধরে রাখেন। ইউনিট লিডার তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া কাব, স্কাউট, রোভারদের খুঁজে বের করে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিবেচনায় যে কয়টি দল খোলা প্রয়োজন পর্যায়ক্রমিকভাবে সে কয়টি দল খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এখানে ইউনিট লিডারের প্রয়োজনে উপজেলা, জেলা, অঞ্চল এমনকি জাতীয় সদর দফতরকেও সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে।

স্কাউটিং শিশু কিশোর যুবকদের সংগঠন। আমাদের বয়স্ক নেতা শিশু, কিশোর-যুবদের প্রয়োজন। আন্দোলনে তারাই প্রাধান্য পাবে। তাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

পেট্রোল সিস্টেম এক অনন্য পদ্ধতি, যা ব্যাডেন পাওয়েল উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে খুব ছোট বয়সেই শিশুর মধ্যে দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। স্কাউটিংকে দৃশ্যমান করা স্কাউটিং এর সকল অনুষ্ঠানে (ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি)। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল অভিভাবকদের সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাবেন। এতে তারা ধীরে ধীরে স্কাউটিং এর সুফল সম্পর্কে জানতে পেরে নিজের সন্তানকে স্কাউটিং এ আগ্রহী করে তুলবে। সকল স্কাউট তাদের সাপ্তাহিক মিটিং এ স্কাউট ইউনিফর্ম পরে আসতে হবে। এতে স্কুলের অন্য ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ঐ রকম সুন্দর পোশাকের প্রতি অকৃষ্ট হয়ে স্কাউটিং-এ যোগদান করতে উৎসাহী হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সঠিক পরিসংখ্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গঠন ও নিয়ম এর ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে উপজেলা স্কাউটস বিভিন্ন গ্রুপ থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে তা ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জেলা স্কাউটসে প্রেরণ করবে। জেলা স্কাউটস নিজ এলাকাধীন উপজেলা স্কাউটস থেকে প্রাপ্ত এসব পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ২৫ জানুয়ারির মধ্যে আঞ্চলিক স্কাউটসে প্রেরণ করবে এবং আঞ্চলিক স্কাউটস ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সেগুলো জাতীয় সদর দফতরে প্রেরণ করবে। কিন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন পর্যায়ে থেকে যথা সময়ে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে মানসম্মত স্কাউটিং এর জন্য ভাল পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

## বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১৯৭২ সাল থেকে ২০২২ পর্যন্ত পরিসংখ্যানের তথ্য:

| সাল | মোট | বৃদ্ধি | বৃদ্ধির হার (%) |
|---|---|---|---|
| ১৯৭২ | ৫৬,৩২৬ | | |
| ১৯৭৩ | ৫৮,৪৬৭ | ২,১৪১ | ৩.৮০% |
| ১৯৭৪ | ৬০,৩৯৬ | ১,৯২৯ | ৩.৩০% |
| ১৯৭৫ | ৬০,৩৯৭ | ১ | ০.০০২% |
| ১৯৭৬ | ৭০,১৯৯ | ৫,১৯৯ | ৮% |
| ১৯৭৭ | ১,১৬,৬২০ | ৪৬,৪২১ | ৬৬.১৩% |
| ১৯৭৮ | ৮৩,২৯৩ | (-)৩৩,৩২৭ | (-)২৮.৫৮% |
| ১৯৭৯ | ১,৩০,৮০৪ | ৪৭,৫১১ | ৫৭.০৪% |
| ১৯৮০ | ১,৫১,৫০৬ | ৯,১৯৬ | ৭.০৩% |
| ১৯৮১ | ১,৬০,১২৩ | ৮,৬১৭ | ০% |
| ১৯৮২ | ১,৬৪,৯৫১ | ৪,৮২৮ | ১৭.৮২% |
| ১৯৮৩ | ১,৮৪,৯৬৭ | ২০,০১৬ | ১২.১৩% |
| ১৯৮৪ | ১,৯১,৯৮৪ | ৭,০১৭ | ৩.৭৯% |
| ১৯৯৮ | ১১,৭৮,২০০ | ১,৬৫,৬৯১ | ১৬.৩৬% |
| ১৯৯৯ | ১৩,২৪,৯৭৪ | ১,৪৬,৭৭৪ | ১২.৪৬% |
| ২০০০ | ১২,২১,২৮৮ | (-)১,০৩,৬৮৬ | (-)৭.৮৩% |
| ২০০১ | ৯,০৮,৪৩৬ | (-)৩ ১২,৮৫২ | (-)২৫.৬২% |
| ২০০২ | ৮,৬০,১৮৩ | (-)৪৮,২৫৩ | (-)৫.৩১% |
| ২০০৩ | ৯,২৫,৯২৮ | ৬৫,৭৪৫ | ৭.৬৪% |
| ২০০৪ | ৮,৯৬,১১৮ | (-)২৯,৮১০ | (-)৩.২৩% |
| ২০০৫ | ৯,৪৮,২২৬ | ৫২,১০৮ | ৫.৮১% |
| ২০০৬ | ৯,৬০,১৭৮ | ১১,৯৫২ | ১.২৬% |
| ২০০৭ | ৯,৬৬,৩০১ | ৬,১২৩ | ০.৬৪% |
| ২০০৮ | ৯,৭৮,১৮৫ | ১১,৮৮৪ | ১.২৩% |
| ২০০৯ | ১০,১৫,১১৬ | ৩৬,৯৩১ | ৩.৭৮% |
| ২০১০ | ১০,৫৬,৩৮৩ | ৪১,২৬৭ | ৪.০৭% |

| সাল | মোট | বৃদ্ধি | বৃদ্ধির হার (%) |
|---|---|---|---|
| ১৯৮৫ | ২,২৭,০৫৯ | ৩৫,০৭৫ | ১৮.২৭% |
| ১৯৮৬ | ২,৬১,৫০৬ | ৩৪,৪৪৭ | ১৫.১৭% |
| ১৯৮৭ | ৩,৪১,৭০৯ | ৮০,২০৩ | ৩০.৬৭% |
| ১৯৮৮ | ৩,৬৮,০২৫ | ২৬,৩১৬ | ৭.৭০% |
| ১৯৮৯ | ৩,৬৮,০২৫ | ০ | ০% |
| ১৯৯০ | ৩,৬৮,০৬৩ | ৩৮ | ০.০১% |
| ১৯৯১ | ৩,৯১,৮৩১ | ২৩,৭৬৮ | ৬.৪৬% |
| ১৯৯২ | ৪,২৬,৬৮৬ | ৩৪,৮৫৫ | ৮.৯% |
| ১৯৯৩ | ৪,৭৪,৪১৪ | ৪৭,৭২৮ | ১১.১৯% |
| ১৯৯৪ | ৫,২৯,২৩৮ | ৫৪,৮২৪ | ১১.৫৬% |
| ১৯৯৫ | ৬,০২,৯৯০ | ৭৩,৭৫২ | ১৩.৯৪% |
| ১৯৯৬ | ৭,৮৪,০৫৪ | ১,৮১,০৬৪ | ৩০.০৩% |
| ১৯৯৭ | ১০,১২,৫০৯ | ২,২৮,৪৫৫ | ২৯.১৪% |
| ২০১১ | ১১,৬৩,৪৭৩ | ১,০৭,০৯০ | ১০.১৪% |
| ২০১২ | ১২,০৫,১৩৬ | ৪১,৬৬৩ | ৩.৫৮% |
| ২০১৩ | ১২,৮৫,৬০৭ | ৮০,৪৭১ | ৬.৬৮% |
| ২০১৪ | ১৩,৭২,৭৭৩ | ৮৭,১৬৬ | ৬.৭৮% |
| ২০১৫ | ১৪,৭৪,৪৬০ | ১,০১,৬৮৭ | ৭.৪১% |
| ২০১৬ | ১৫,৭৯,৪৮৮ | ১,০৫,০২৮ | ৭.১২% |
| ২০১৭ | ১৬,৭৯,৩০৭ | ৯৯,৮১৯ | ৬.৩২% |
| ২০১৮ | ১৮,৬১,১৬৭ | ১,৮১,৮৬০ | ১০.৮৩% |
| ২০১৯ | ২০,৭০,৩৭৬ | ২,০৯,২০৯ | ১১.২৪% |
| ২০২০ | ২২,১০,৬৭৪ | ১,৪০,২৯৮ | ৬.৭৮% |
| ২০২১ | ২২,৬১,৩৫১ | ৫০,৬৭৭ | ২.২৯% |
| ২০২২ | ২৪,৩৪,২৮২ | ১,৭২,৯৩১ | ৭.১০% |

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর

# শুভেচ্ছা বাণী

স্বাধীন বাংলার মাটিতে প্রথম জাতীয় স্কাউট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জেনে আমি সবিশেষ আনন্দিত। বলাবাহুল্য, আন্তর্জাতিক যুব আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্কাউটিং এর ভূমিকা অপরিসীম। সোনার বাংলা গড়ার কাজে বাংলাদেশের স্কাউটেরা এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান যোগাতে পারে বলে আমি মনে করি। প্রথম স্কাউট সমাবেশ ময়দানের নামকরণ "শহীদ মশিউর রহমান নগর" তখনই সার্থক হবে যখন স্কাউটগণ তাদের মুলমন্ত্র সেবা তথা দেশের সেবায় শহীদ মশিউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে।

এই সমাবেশ সার্থক ও সফল হোক এই আমি কামনা করি।

শেখ মুজিবুর রহমান
৬/১/৭৪

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

## জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ ঘুরকা ও রানীগ্রাম মৌজায় ২২.৬৬৫০ একর জমির উপর অবস্থিত।

## জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৩, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ১৫.৩৭ একর জমির উপর অবস্থিত। এছাড়াও ২.৫৬ একর জমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এখানে অফিস কাম আবাসিক ভবন এর কাজ শেষ হয়েছে এবং অপর ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

## নেচার অবজারভেশন সেন্টার কাম জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তালতলী, বরগুনা

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

বাংলাদেশ স্কাউটস এর নেচার অবজারভেশন সেন্টার কাম জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তালতলী, বরগুনা। বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার বড় নিশানবাড়িয়া মৌজায় ১০.০০ একর জমির উপর অবস্থিত। যেখানে প্রকৃতি পর্যবেক্ষনসহ স্কাউটিংয়ের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার করার জন্য পর্যায়ক্রমে আধুনিক অবকাঠামো গড়ে উঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা

প্রাকৃতিক ও মনোরম পরিবেশে সাটুরিয়া উপজেলার দোতারা মৌজা, মানিকগঞ্জে ৪.০০ একর জমির উপরে ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থিত। যেখানে স্কাউটিংয়ের নানা ধরনের প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যায়ক্রমে আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। ৪.৮১ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বর্গাকৃতির এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বর্তমানে ময়মনসিংহ আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ হিসেবেই পরিগণিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ময়মনসিংহ জামালপুর হাই-ওয়ের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় অঞ্চলের আওতাধীন সকল স্থান থেকে যাতায়াত সুবিধা রয়েছে। ময়মনসিংহ নাসিরাবাদ কলেজ এর সাবেক অধ্যক্ষ জনাব রিয়াজ উদ্দিন এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁর নাম অনুসারে সেশন হলটির নামকরণ করা হয়েছে 'রিয়াজউদ্দিন হল'।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দশমাইল, দিনাজপুর

লোকালয় থেকে একটু দূরে প্রাকৃতিক ও মনোরম পরিবেশে দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার দশমাইলে ২.৪২ একর জমির উপরে দিনাজপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে একটি ৩ তলা বিশিষ্ট ভবন, একটি ডাইনিং হল ও একটি নামাজ ঘর রয়েছে।

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওদাপাড়া, রাজশাহী

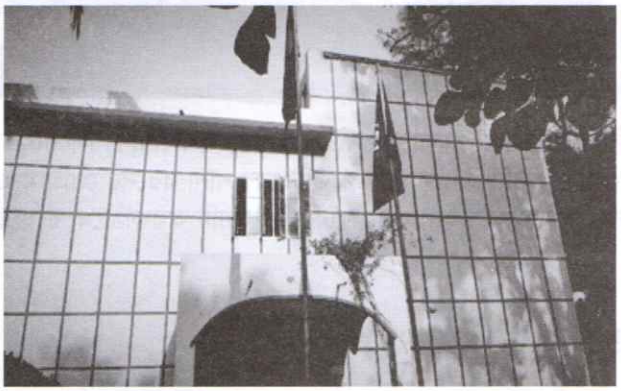

রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় ও স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে ২.৯৭৫০ একর জমির উপরে অবস্থিত। অঞ্চলের তৎকালীন সভাপতি ও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী এর চেয়ারম্যান জনাব প্রফেসর মো: নূরুল ইসলাম ০৮ ডিসেম্বর ২০০১ সালে উদ্বোধন করেন। এখানে ৪০ জনের আবাসিক সুবিধা (এটাস্ট বাথ) সহ ২ টি পাকা ভবন ও নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওদাপাড়া, বগুড়া

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নুনগোলা, নওদাপাড়া, বগুড়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৪ লেন প্রশস্থ বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের পাশে অবস্থিত । মোট জমির পরিমান ২.৮০ একর। আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অফিস রুম হিসেবে ব্যবহারের জন্য তিন কক্ষ বিশিষ্ট (বাথরুম, বারান্দাসহ) প্রথম টিনশেড ঘর স্থাপন করা হয়। এছাড়াও একতলা বিশিষ্ট একটি কুকশেড ও ডাইনিং রুম, একটি টিনশেড সেশন হল রয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর অর্থায়নে তিনটি কক্ষ, দুটি বাথরুম এবং বারান্দাসহ একতলা বিশিষ্ট একটি কাবভবন নির্মিত হয়। যা বর্তমানে অফিসের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লক্ষণাবাদ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

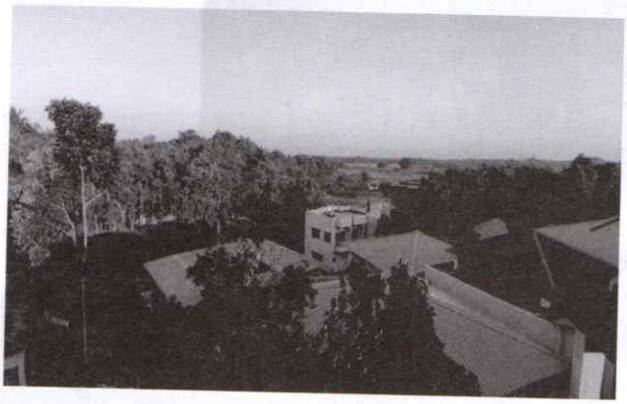

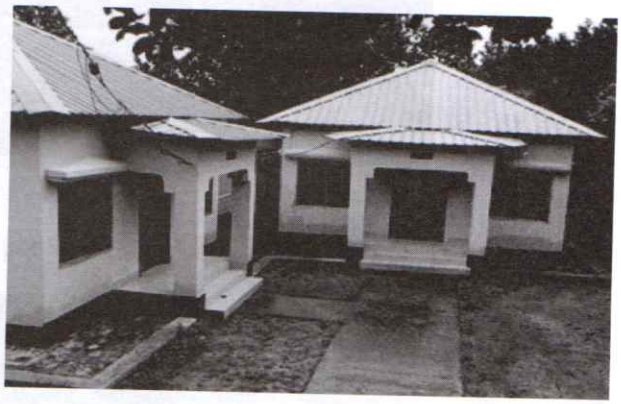

লোকালয় থেকে একটু দূরে প্রাকৃতিক ও মনোরম পরিবেশে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার, লক্ষণাবাদ, সিলেট এ ১১.৪১ একর জমির উপরে সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থিত। যেখানে স্কাউটিংয়ের নানা ধরনের প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশ কিছু পাঁকা দালান, কটেজ, আবাসিক ভবন, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি অবকাঠামো রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগীর কাজ চলমান রয়েছে।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোর, খুলনা

খুলনা অঞ্চলের অফিস ও আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর সদর উপজেলার পুলেরহাটে ১৪.৪০ একর জমির উপরে অবস্থিত। আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনতলা বিশিষ্ট ১টি ভবন, দুইতলা বিশিষ্ট ১টি ভবন এবং একতলা বিশিষ্ট দৃষ্টি নন্দন ১টি ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে। তিনতলা বিশিষ্ট ভবনটির নীচতলায় ৭টি রুম অফিস (সভাপতি, আঞ্চলিক কমিশনার, কোষাধ্যক্ষ, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার, আঞ্চলিক সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সহকারি পরিচালক, অফিস স্টাফ রুম এবং ১টি রুম (ফাইল স্টোর) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নীচতলায় ১টি লাইব্রেরী ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার, আবাসনের জন্য ৭টি কক্ষ এবং ১টি ওয়াশ ব্লক রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম, ১টি ভিআইপি গেষ্ট রুম, ২বেড বিশিষ্ট ২টি এবং ৪বেড বিশিষ্ট ৩টি আবাসন কক্ষ আছে। তৃতীয় তলায় ১টি ভিআইপি কক্ষ ৪ বেড বিশিষ্ট ৩টি কক্ষ এবং ২৫ বেড বিশিষ্ট আবাসনের জন্য ডরমেটরী রয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মোট ৭৫ জনের আবাসনের সুবিধা রয়েছে।

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দৌলতপুর, কর্ণফুলী, চট্রগ্রাম।

প্রাকৃতিক ও মনোরম পরিবেশে দৌলতপুর, কর্ণফুলী (সাবেক পটিয়া), চট্রগ্রাম এ ৩.০০ একর জমির উপরে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থিত। স্কাউটিংয়ের নানা ধরনের প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশ কিছু অবকাঠামো রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগী হচ্ছে।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কাপ্তাই, রাঙামাটি, চট্রগ্রাম

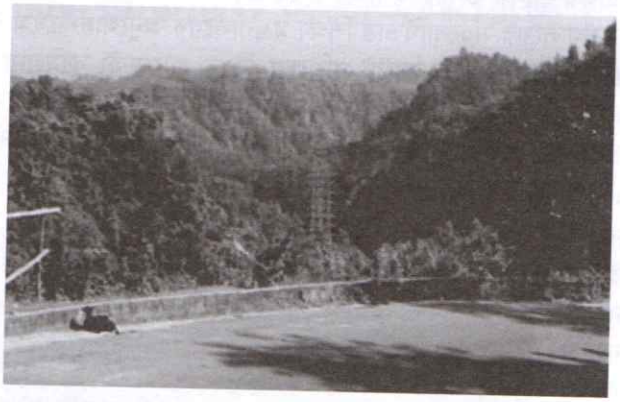

নৈসর্গীক অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও মনোরম পরিবেশে কাপ্তাই, রাঙামাটি, চট্রগ্রাম এ ১.০০ একর জমির উপরে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থিত। স্কাউটিংয়ের নানা ধরনের প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মাষ্টারপ্লান তৈরী করা হচ্ছে সে অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রুপাতলী, বরিশাল

বরিশাল সদর উপজেলার রুপাতলী মৌজায় এ ১.৪৫ একর জমির উপরে বরশিাল আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থিত। স্কাউটিংয়ের নানা ধরনের প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশ কিছু অবকাঠামো রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হচ্ছে।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই, কুমিল্লা

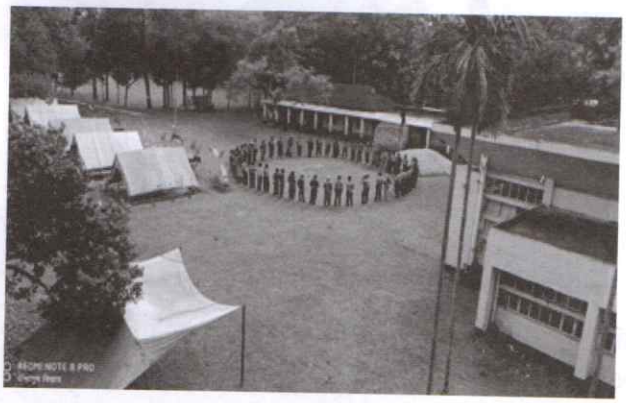

২৬ জুন ১৯৯৭ তারিখ থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চলের কার্যক্রম শুরু হলেও ২৯ মার্চ ১৯৮০ খ্রি. থেকেই সদর দক্ষিণ উপজেলায় লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম পরিবেশে স্কাউটিং কার্যক্রম চলে আসছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৭.৩৮ একর জমির উপরে অবস্থিত। বর্তমানে বাংলাদেশ স্কাউটসের উদ্যোগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ও অর্থায়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে প্রায় ৫০ কোটি টাকার "আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই, কুমিল্লায় তিন তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস উন্নয়ন" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ (৮তলা বিশিষ্ট ট্রেনিং-কাম-ডরমিটরি ভবন, অফিসার্স কোয়ার্টার ও হিল কটেজ নির্মাণ ইত্যাদি কাজ দ্রুত গতিতে চলমান রয়েছে। গত ১৫ জুন ২০২১ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ.হ.ম মোস্তফা কামাল মহোদয় উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন।

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর, গাজীপুর

গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর সদর উপজেলার ভূতপূর্ব কাউলতিয়া ইউনিয়নের ডিম বাজারে প্রায় ২৭ একর জায়গার উপরে রোভার অঞ্চলের বাহাদুরপুর রোভার পল্লী বা রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবস্থিত। আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি স্থাপনা রয়েছে। এর মধ্যে আছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভিআইপি রুম, সাধারণ রুম, ৪৫ আসন বিশিষ্ট কনফারেন্স রুম, ২০০ আসন বিশিষ্ট সেশন হল, ডরমেটরী, টয়লেট ব্লক ইত্যাদি। এছাড়া ১০০ আসন বিশিষ্ট সুসজ্জিত ডাইনিং হল আছে।

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

## আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রেলওয়ে অঞ্চল

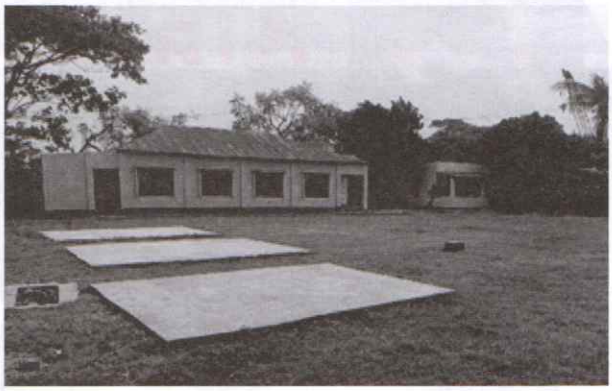

বাংলাদেশ স্কাউটস, রেলওয়ে অঞ্চলের আঞ্চলিক সদর দফতর ও আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০৭ সালে বর্তমান স্থান, দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকায় স্থাপিত হয়। বর্তমানে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জমির পরিমাণ ০.৫০ একর। একটি ডরমিটরী, ১টি ভিআইপি কক্ষ, একটি কনফারেন্স হল, একটি ডাইনিং হলসহ নানা ধরনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে।

# রংপুর জেলা রোভারের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের নির্বাহী কমিটির সভা ০২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ রবিবার বিকেলে রংপুর জেলা প্রশাসকের সম্মলেন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রংপুর জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা রোভারের সভাপতি ড. চিত্রলেখা নাজনীন এর সভাপতিত্বে এবং জেলা রোভার কমিশনার প্রফেসর ড. আরেফিনা বেগম ও সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন এর সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা রোভারের নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সভায় রংপুর জেলার যোগদানকৃত প্রথম নারী জেলা প্রশাসক ও জেলা রোভারের সভাপতির সাথে জেলা রোভারের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা উপলক্ষে সভাপতিকে এবং সহসভাপতি হিসেবে রংপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের নবযোগাদনকৃত অধ্যক্ষ ও রংপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের নবযোগদানকৃত অধ্যক্ষ কে এবং নির্বাহী কমিটির নতুন সদস্য হিসেবে জেলা সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি রেজওয়ান হোসেন সুমন ও জেলা গার্ল-ইন সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি রোকসানা খাতুন মায়া কে নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

গত সভার কার্যবিবরনী পঠন ও অনুমোদন সহ রংপুর জেলা রোভারের স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও বেগবান করতে ও গতিশীলতা ধরতে রাখতে জেলা রোভারের স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে সভায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আলোচনা করা হয়।

মোঃ রেজোয়ান হোসেন
অগ্রদূত সংবাদদাতা, রংপুর

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

# ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উদযাপিত হয়েছে!

বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ৮ এপ্রিল ২০২৩, শনিবার আশুলিয়া, ঢাকায় ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে বিশেষ ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো স্কাউটিং করবো, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন। গ্রুপ কমিটির সম্পাদক ফরহাদ হোসেন ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন। দিনব্যাপি কার্যক্রমে রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম ও স্কাউট অ্যাওয়ার্ড বিষয়ক সেশনে অংশগ্রহণসহ রোভার স্কাউটেরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বৃক্ষরাজি পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিশেষ অভিযান চালায়। সনদ বিতরণ ও পতাকা অবনমনের মাধ্যমে ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ক্যাম্পে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী আজ্জম ও সদস্য আবুল খায়ের চৌধুরীসহ গ্রুপ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পে ৬০ জন রোভার স্কাউট ও গ্রুপ কমিটির সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য সূত্র :- বাংলাদেশ স্কাউটস দিবস ২০২৩ এর স্মরণিকা

# করোনা ভাইরাস

## ভয় না করে প্রতিরোধ করুন

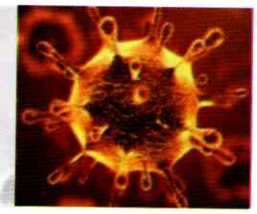

## কিভাবে ছড়ায়

বায়ু বাহিত রোগ যা বাতাসের মাধ্যমে ছাড়ায়
হাঁচি-কাশির মাধ্যমে
আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে
ভাইরাস আছে এমন কিছু স্পর্শের মাধ্যমে
হাত না ধুয়ে চোখ, নাক বা মুখ স্পর্শ করলে
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে
মানুষ ও প্রাণী থেকে

## লক্ষণসমূহ

শ্বাসকষ্ট | নিউমোনিয়া | ১০০ ডিগ্রির বেশি জ্বর | শুকনো কাশি | বুকে সর্দি-কফ জমা | বুকে ও গলা ব্যাথা

**সর্দি-কাশি, জ্বর, মাথাব্যাথা, গলাব্যাথা, মারাত্মক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদের ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া ও ব্রংকাইটিসও হতে পারে**

**করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দিলে অতিদ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে**

## প্রতিরোধ

- সাবান, হান্ডওয়াশ বা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া
- হাত না ধুয়ে মুখ, চোখ বা নাক স্পর্শ না করা
- হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখা
- কিছু খাওয়া কিংবা রান্না করার আগে ভালো করে ধুয়ে নেয়া
- মাংস ও ডিম ভালোভাবে সেদ্ধ করে খাওয়া
- প্রচুর ফলের রস এবং পর্যাপ্ত পানি পান করা
- মুখে মাস্ক ব্যবহার করে বাইরে বের হওয়া
- গণপরিবহনে চলাচলের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে মাস্ক ব্যবহার করা
- ময়লা কাপড় দ্রুত ধুয়ে ফেলা
- নিয়মিত থাকার ধর এবং কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখা
- অপ্রয়োজনে ঘরের দরজা ও জানাল খুলে না রাখা

প্রচারে

সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগ
বাংলাদেশ স্কাউটস

করোনা রোগী সনাক্ত করতে অতি দ্রুত (রোগতত্ত্ব রোগ নিয়োন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট) IEDCR এ যোগাযোগ করুন:
০১৯৩৭ ০০০০১১, ০২-৯৮৯৮৭৯৬, ০২-৯৮৯৮৬৯১

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 67, Issue 04, April -2023


# পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

# POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

*(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)*

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

## ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১ঃ০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।


Editor: Md Abdul Haque, Published by Unue Ching, Executive Director (Acting) on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Sristy Printing and Packaging, Purana Paltan, Dhaka-1000